POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! মদ এবং জুয়া এবং প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ একান্ত নাপাক শয়তানী কার্য-কলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এইগুলিকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

(মায়েদা: ৯১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

সংখ্যা 34

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 21 Aug, 2025 26 সফর-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

হাদীস শরীফ

*হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীস, একদা কতিপয় আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে তা দিয়ে দেন। পুনরায় তারা চাইলে তিনি (সা.) তাদেরকে আবারও কিছু দিয়ে দেন। এভাবে দিতে দিতে তাঁর (সা.) কাছে যা ছিল তা সব শেষ হয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, 'আমার কাছে যে সম্পদ থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমি নিজের কাছে জমা রাখি না। তবে যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাকে দীর্ঘায়ু দান করেন, যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যের উত্তম প্রতিদান দেন। (মনে রাখবে!) ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও বিশাল নেয়ামত কাউকে দেওয়া হয় নি।

মাহদীর নিদর্শন

নিশ্চয় আমার মাহদীর জন্য এমন দুটি লক্ষণ আছে যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি অন্য কারওসত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নি। একই রমযানে (চন্দ্রগ্রহণের) প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ ও (সূর্যগ্রহণের) মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হবে। আর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি এ দুটি নিদর্শন কারও জন্য অনুষ্ঠিত হয় নি।

[দারকুতনী, কিতাবুল ঈদাইন, বাব: সালাতুল কুসুফ ওয়াল খুসুফ]

প্রতিবেশীর অধিকার

হযরত আবু যার (রা.) বর্ণিত হাদীস, তিনি (রা.)বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, "যখনতুমি তরকারী রান্না করবে তখন তাতে ঝোল বেশি দিবে।এরপর তোমার প্রতিবেশীর পরিবার-পরিজনের প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং তা থেকে তাদের জন্য কিছু উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাবে।" (সহীহ মুসলিম)

যে ব্যক্তি কল্যাণকর সত্তা এবং ধর্মের সেবক হয়ে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে নিজ আশিসের কল্যাণে দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

জীবনের আকাঙ্ক্ষা পাপের মূল

অধিকাংশ পাপ ও দুর্বলতার মূল হল জীবন সম্পর্কে অত্যাধিক কামনা-বাসনা। বন্ধুগণ! সদা প্রভুর সন্তুষ্টি লাভে নিজের প্রিয় সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। এটাই মানুষের প্রাপ্তি, অন্যথায় যে আজ মৃত্যু বরণ করছে, আর যে ব্যক্তি পঞ্চাশ ব ছর পর মৃত্যুবরণ করবে- তাদের দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? আজ যে চাঁদ-সূর্য আছে, সেদিনও সেই চাঁদ-সূর্য থাকবে। যে ব্যক্তি কল্যাণকর সত্তা এবং ধর্মের সেবক হয়ে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে নিজ আশিস ও কল্যাণে দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলেন। যে ব্যক্তি মানবতার অনিষ্ট সাধনকারী, আল্লাহ্ তা'লা তার বিষয়ে পরোয়া করেন না। তাই আপনাদের কাজ হল সর্বাবস্থায় খোদাতে বিলীন থাকা, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের নিরাপত্তা বিধান করবেন।

ত্রিশ বছরের বেশি সময় হল, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন- তোমার বয়স আশি বা দু-চার বছর কম-বেশি হবে। এখানেও এক রহস্য লুকিয়ে আছে। যে কাজ আমার সোপর্দ করা হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করার অনুমোদন থাকবে। এই কারণে অসুস্থ অবস্থাতেও কখনও আমি নিজের মৃত্যু নিয়ে শঙ্কিত হই নি।

আমার ভালভাবে মনে আছে যে, ছয়-সাত বছর বয়সে যে সব বৃক্ষের নীচে আমি খেলা করতাম, সেগুলির মধ্যে অনেকেই আজও ঠিক ততটাই শ্যামল ও জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।কিন্তু আমি নিজের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখতে পাই। তোমরাও এটা অনুমান করতে পার।

এই তিরস্কার ও লাঞ্ছনাকে যুগের আশীর্বাদ জেনো। এর উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি লাভ। এটা না থাকলে খোদা তা'লার সেবা এবং হাদিয়া কিভাবে হবে? আপনি অসুস্থতা নিয়ে চিন্তিত হন। আপনাদের পূর্বের ভাইয়েরা অর্থাৎ সাহাবাগণ তো প্রাণ বিসর্জনের শর্তেই বয়আত করতেন আর অপেক্ষা করতেন কখন সেই সময় আসবে যখন নিজেদের সদা প্রভুর পথে উৎসর্গিত হবেন। বস্তুতঃ সুস্থ হোন কিম্বা অসুস্থ, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখুন, সকল কাজ সুসম্পন্ন হবে। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮২)

একজন প্রকৃত মোমেন সকল ধরণের নামায-অর্থাৎ ফরজ ও নফল যথাযথভাবে পালন করে। দ্বিতীয়ত এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা নিজের জাতির মধ্যে প্রত্যেকের দৈহিক ইবাদতের সুরক্ষা করে। অর্থাৎ তারা লক্ষ্য করে যে, তাদের স্ত্রী-সন্তান এবং আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী এবং জাতির অন্যান্য সদস্যরা নামাযের বিষয়ে নিয়মানুবর্তী কি না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সুরা আল মোমেনুন-এর ১০ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন-

এখানে 'নামায' শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা এখানে এবিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা সকল ধরণের নামায-অর্থাৎ ফরজ ও নফল যথাযথভাবে পালন করে। দ্বিতীয়ত এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা নিজের জাতির মধ্যে প্রত্যেকের দৈহিক ইবাদতের সুরক্ষা করে। অর্থাৎ তারা লক্ষ্য করে যে, তাদের স্ত্রী-সন্তান এবং আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী এবং জাতির অন্যান্য সদস্যরা নামাযের বিষয়ে নিয়মানুবর্তী কি না। কেননা যতক্ষণ পুরো পরিবার তথা সমগ্র জাতির কর্মপন্থার সংশোধন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের নিজের আমলও বিপদের বাইরে থাকতে পারে না। অনেক সময় এমনটি হয় যে, কোন ব্যক্তি সকালে নিজের সন্তানদের নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগাবার উপক্রম করে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই ভালবাসার আবেগ তার সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং মনে মনে বলে, ভীষণ শীত, তাকে কিভাবে জাগাই? নামাযের জন্য জাগালে ঠান্ডা লেগে যাবে। এরপর স্ত্রীকে নামাযের জন্য জাগাতে উদ্যত হয়। কিন্তু তখনও সেই ভালবাসার আবেগ সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং বলে, সারা রাত বাচ্চাকে কোলে নিয়ে পায়চারি করেছে। এখন তাকে ঘুম থেকে তুললে ঘুম নষ্ট হবে। এখন ঘুমাক, নামায পরে পড়ে নিবে। মোটকথা কখনও ভীষণ শীত আবার কখনও প্রচণ্ড গরমের অজুহাত তার সামনে এসে দাঁড়ায়। ছয় মাস তার সামনে এই অজুহাত থাকে যে, ভীষণ শীত, এই দিনগুলিতে ছেলেকে নামাযের জন্য কিভাবে

এরপর শেষের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

হে লোকেরা! আল্লাহ্ তা'লা সেই দিন থেকে মক্কাকে হারাম তথা পবিত্র করেছেন যেদিন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর যে-দিন তিনি সূর্য ও চাঁদ বানিয়েছেন আর এই দু টি পাহাড় (তথা) সাফা ও মারওয়া স্থাপন করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য এতে রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ নয়, কিংবা এর বৃক্ষ কর্তন করাও বৈধ নয়। এটি আমার পূর্বেও কারো জন্য হালাল বা বৈধ ছিল, আর আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। আমার ক্ষেত্রে এটি মাত্র কিছুক্ষণের জন্য হালাল হয়েছিল, আর এর পবিত্রতা আবার সেভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যেমনটি গতকালও ছিল। তোমাদের মাঝে যারা উপস্থিত, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে (এ কথা) পৌঁছে দেয়। তোমাদেরকে যে বলবে, মহানবী (সা.) এতে যুদ্ধ করেছিলেন- তাকে বলে দিও, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূলের জন্য এটা বৈধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তোমাদের জন্য তা হালাল করেন নি। হে লোকসকল! মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সবচেয়ে বেশি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী সেই ব্যক্তি, যে হারামের মধ্যে (কাউকে) হত্যা করেছে অথবা নিজের (আত্মীয়ের) হন্তারক ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করে বা অজ্ঞতার যুগের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে (কাউকে) হত্যা করে।

মক্কা বিজয়ের দিন "মহানবী (সা.) শুধুমাত্র এমন কতিপয় লোককে শাস্তি দেন যাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে চূড়ান্ত আদেশ জারি হয়েছিল; [অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন]। আর সেই কয়েকজন চিরঅভিশপ্ত ব্যক্তি ছাড়া বাকি সব শত্রুর অপরাধ ক্ষমা করে দেন।"[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট ও মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দোয়ার আহ্বান এবং খাদ্য-রসদ মজুদ রাখার উপদেশ

মাননীয়া আমাতুন নাসির নিগহাত সাহেবা (যুক্তরাষ্ট্র) এবং মাননীয় আল-হাজ ইয়াকুব আহমদ বিন আবু বকর (ঘানা)-র স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১১ জুলাই, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (১১ ওয়াফা, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যেমনটি গত খুতবায় বর্ণিত হয়েছিল, কা'বার চাবি ছিল উসমান বিন তালহার কাছে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে (বা) যখন মক্কা বিজয় হয়েছিল, তখন হযরত আলী (রা.) 'সিকায়াহ্ ' তথা(হাজীদের) পানি পান করানোর সম্মানের পাশাপাশি চাবি রক্ষণাবেক্ষণের সম্মান লাভ করারজন্যও আবেদন করেন; অর্থাৎ চাবি যেন তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু মহানবী (সা.) কা'বা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় উসমান বিন তালহাকে ডাকেন আর তার কাছে চাবি ফেরত দিয়ে বলেন, اَلْيَوْمُ يَوْمُ بِرٍّ وَوَفَاءٍ অর্থাৎ আজ সদাচার এবং অঙ্গীকার পূরণের দিন।

সে সময়ে উসমান বিন তালহা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। একথা বলার বিশদ বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) হিজরতের পূর্বে একবার উসমান বিন তালহার কাছে কা'বার চাবি চেয়েছিলেন। তখন সে উত্তরে মহানবী (সা.)-কে গালমন্দ করেছিল এবং চরম নোংরা ভাষা ব্যবহার করেছিল। মহানবী (সা.) তখন অত্যন্ত ধৈর্যধারণ করেন এবং বলেন, عُثْمَانُ لَعَلَّكَ سَتَرَى هٰذَا الْمِفْتَاحَ يَوْمًا بِيَدِيْ أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ অর্থাৎ, 'হে উসমান! স্মরণ রেখো, এই চাবি একদিন না একদিন আমার হাতে আসবে আর সেদিন আমি যাকে চাইব তা প্রদান করব'। উসমান তখন উত্তরে বলেছিল, এমন সময় যদি আসে তাহলে তা হবে কুরাইশের ধ্বংস ও লাঞ্ছনার সময়। তখন মহানবী (সা.) বলেছিলেন, بَلْ عَمَرَتْ وَعُزَّتْ يَوْمَئِذٍ অর্থাৎ, এমনটি নয়, বরং তা হবে কুরাইশের সমৃদ্ধি ও সম্মান-মর্যাদার সময়।

এসব যুলুম-অত্যাচার যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি করা হয়েছিল (তা) তখন তাঁর স্মরণে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) সেসব মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে উসমান বিন তালহা স্বয়ং বর্ণনা করেন, অজ্ঞতার যুগে সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমরা কা'বা ঘর খুলতাম। একদিন মহানবী (সা.) আসেন এবং কিছু মানুষের সাথে কা'বাঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে চান। তখন আমি তাঁর সাথে রূঢ় ভাষায় কথা বলি। কিন্তু তিনি (সা.) অত্যন্ত কোমলতার সাথে উত্তর দেন এবং বলেন, হে উসমান! একদিন তুমি এই চাবি আমার হাতে দেখবে। আর আমি যাকে চাইব এটি দিয়ে দেবো।

আজ যখন সেই দিনটি এসে গেল, এসব ঘটনা হয়ত উসমানেরও মনে পড়ছিল আর মহানবী (সা.)-ও সেই দিনটি ভুলে যান নি। কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, হে উসমান! তোমার চাবি সামলে রাখো। এসব সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাকে একথাই বলেন, এই নাও, আজ আমি তোমাকে চাবি দিচ্ছি। আজ সদাচার এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার দিন। এই চাবি চিরকালের জন্য নিয়ে নাও। তোমার কাছ থেকে কেবল (কোনো) অত্যাচারীই এটি কেড়ে নেবে।

(সীরাতুননবী (সা.), প্রণেতা-ডক্টর সালাবি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৫-৪১৬] (তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮২,৪৮৭,৪৮৮)

আর এটি তোমার বংশেই থাকবে। আজ পর্যন্ত কা'বা ঘরের চাবি বংশানুক্রমে এই পরিবারের কাছেই রয়েছে।

বর্ণিত হয়েছে, মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন বনু খুযাআ' গোত্র বনু হুযাইল গোত্রের এক মুশরিককে হত্যা করে। তখন মহানবী (সা.)যোহরের পর বক্তব্য দেওয়ার জন্য দাঁড়ান। মহানবী (সা.) তাঁর কটিদেশ কা'বার সাথে লাগিয়ে, সেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তিনি তাঁর উটের ওপরে আরোহণ করা অবস্থায় ছিলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন করেন আর বলেন,

হে লোকেরা! আল্লাহ্ তা'লা সেই দিন থেকে মক্কাকে হারাম তথা পবিত্র করেছেন যেদিন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর যে-দিন তিনি সূর্য ও চাঁদ বানিয়েছেন আর এই দুটি পাহাড় (তথা) সাফা ও মারওয়া স্থাপন করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, এটিকে মানুষ পবিত্র বানায় নি, বরং আল্লাহ্ তা'লা বানিয়েছেন। এটি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত হারাম বা

পবিত্র থাকবে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য এতে রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ নয়, কিংবা এর বৃক্ষ কর্তন করাও বৈধ নয়। এটি আমার পূর্বেও কারো জন্য হালাল বা বৈধ ছিল, আর আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। আমার ক্ষেত্রে এটি মাত্র কিছুক্ষণের জন্য হালাল হয়েছিল, আর এর পবিত্রতা আবার সেভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যেমনটি গতকালও ছিল। তোমাদের মাঝে যারা উপস্থিত, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে (এ কথা) পৌঁছে দেয়। তোমাদেরকে যে বলবে, মহানবী (সা.) এতে যুদ্ধ করেছিলেন– তাকে বলে দিও, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূলের জন্য এটা বৈধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তোমাদের জন্য তা হালাল করেন নি। হে লোকসকল! মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সবচেয়ে বেশি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী সেই ব্যক্তি, যে হারামের মধ্যে (কাউকে) হত্যা করেছে অথবা নিজের (আত্মীয়ের) হন্তারক ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করে বা অজ্ঞতার যুগের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে (কাউকে) হত্যা করে।

হে বনু খুযাআ'! হত্যা করা বন্ধ করো। তোমরা একজনকে হত্যা করেছ। আমি এর রক্তপণ প্রদান করব। [মহানবী (সা.) বলেন, সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী এখন আমি এর রক্তপণ আদায় করব।] আমার জামিনদার হবার পর কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তার (অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির) পরিবারের দুটি অধিকার থাকবে; (প্রথমত) তারা যদি চায় তবে রক্তপণ গ্রহণ করবে আর (দ্বিতীয়ত) যদি চায় তবে তাকে হত্যা করতে পারবে। এরপর মহানবী (সা.) যাকে খুযাআ' গোত্র হত্যা করেছিল সেই ব্যক্তির রক্তপণ হিসেবে একশ উট প্রদান করেন। (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫৬,২৫৭)

[তাদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) রক্তপণ প্রদান করেন।]

সেই দিনগুলোতে ফাযালা বিন উমায়েরের মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার অপবিত্র ষড়যন্ত্রও প্রকাশ পায়। এর বিশদ বিবরণে লেখা আছে, মক্কা বিজয়ের দিন এমন অনেক মানুষও ছিল যারা ভেতরে ভেতরে অন্তর্দাহে ভুগছিল, কিন্তু তারা নিরুপায় ছিল। এ কারণেই মক্কার কতিপয় সাহসী যুবক, যেমন ইকরামা প্রমুখ, সুসংগঠিত একটি দল গঠন করে এক স্থানে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধও করেছিল। একই মনোভাবাপন্নদের একজন ছিল ফাযালা বিন উমায়ের। সে বলে, যখন মহানবী (সা.) কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন আমিও (মানুষের) ভিড়ে মিশে যাই আর মনে মনে ফন্দি আঁটছিলাম, যখনই মহানবী (সা.)-এর কাছাকাছি যাব তখন চুপিসারে নিজের খঞ্জর দিয়ে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করব, নাউযুবিল্লাহ্। [সে এই দুরভিসন্ধি নিয়ে তাঁর (সা.) পিছু নেয়।] যখনই সে মহানবী (সা.)-এর নিকটবর্তী হয় তখন তিনি (সা.) তাকে দেখে বলেন, তুমি কি ফাযালা? সে উত্তরে বলে, জি হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, মনে মনে কী ভাবছ? সে বলে, আমি আল্লাহ্র যিক্র করছি। [সে মিথ্যা কথা বলে।] তখন মহানবী (সা.) মৃদু হেসে বলেন, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তুমি যা বলছ তা করছিলে না। মহানবী (সা.) তার কাছে আসেন আর তার বক্ষে হাত রাখেন।

ফাযালা বর্ণনা করেন, খোদার কসম! মহানবী (সা.) তখনও আমার বক্ষ থেকে হাত সরান নি (অথচ) জগতে আমার কাছে মুহাম্মদ (সা.) -ই সবচেয়ে প্রিয় হয়ে ওঠেন। এরপর সে তার পরিবারের কাছে ফিরে যায়।

(সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৩২) তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৭) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৭০) (ফতেহ মক্কা, পৃ: ২৪১-২৪২)

(হত্যার) উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এরপর তার চেহারাই বদলে যায়। (অর্থাৎ তার মাঝে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।)

সেই দিনগুলোতে হযরত আবু বকর (রা.)-র শ্রদ্ধেয় পিতার ইসলাম গ্রহণ করার উল্লেখও পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রা.)-র পিতা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান আনেন নি। ততদিনে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যখন হারাম শরীফে প্রবেশ করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) তার পিতাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, হে আবু বকর! তুমি এই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে বাড়িতেই থাকতে দিতে। এত প্রবীণ ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ! আমি নিজেই তার কাছে যেতাম।এতে হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তার কাছে যাওয়ার চাইতে তার আপনার সমীপে উপস্থিত হওয়াটা অধিক উপযুক্ত। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে বসিয়েছিলেন। তখন তিনি (সা.) তার বুকে হাত বোলান এবং বলেন, ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি নিরাপদ হয়ে যাবেন। অতএব তিনি, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-র পিতা ইসলাম গ্রহণ করে নেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭৪-৩৭৫) (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৩২-২৩৩)

হযরত উম্মে হানী (রা.)-র ঘরে তাঁর (সা.) খাবার গ্রহণ করা সংক্রান্ত একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন হযরত উম্মে হানী (রা.)-কে বলেন, তোমার কাছে কী খাবার আছে যা আমরা খেতে পারি? তিনি নিবেদন করেন, শুকনো রুটির টুকরো ছাড়া আর কিছুই নেই, আর সেগুলো আপনার সমীপে উপস্থাপন করতে আমার আমার লজ্জা হচ্ছে। তিনি (সা.) বলেন, সেগুলোই নিয়ে এসো। তিনি (সা.) সেগুলো পানিতে ভিজিয়ে দেন। তিনি (রা.) লবণও নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) বলেন, কোনো ঝোল আছে কি? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার কাছে সিরকা ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি (সা.) বলেন, সেই সিরকাই নিয়ে এসো। তিনি (সা.)সেটিকে খাবারে ঢেলে দেন এবং তা খান আর আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বলেন, সিরকা কতই উত্তম তরকারি! হে উম্মে হানী, যে বাড়িতে সিরকা থাকে, সেই বাড়ি দরিদ্র নয়। (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৩২-২৩৩)

এটি কৃতজ্ঞতারও পরম উদাহরণ আর এভাবে তিনি (সা.) উম্মে হানী (রা.)-রও মনস্তুষ্টি করেন। এই হলো মক্কা বিজয়ীর অবস্থা! যেক্ষেত্রে প্রতিটি বাড়ি থেকে সব কিছুই আনানো সম্ভব ছিল, কিন্তু তিনি (সা.) শুকনো রুটির সেই ছোটো টুকরো খেয়েই সময়টি কাটিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর (সা.) মক্কায় পৌঁছানো এবং সেখানে সব কিছু , বিশেষত কা'বা ঘরকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখার ফলে আনসারের মনে আশঙ্কা জাগে, তিনি আবার সেখানেই থেকে না যান! প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে: 'ইশক আস্ত হাযার বাদগুমানি' অর্থাৎ, ভালোবাসা এক জিনিস– এর সাথে থাকে হাজারো কুধারণা ও কুমন্ত্রণা থাকে। প্রেমিক সর্বদা তার প্রিয়জনের ব্যাপারে চিন্তিত থাকে। প্রেম-ভালোবাসা এবং হৃদ্যতা ও নিষ্ঠার অনেক দৃশ্য মক্কা বিজয়ের সময় দেখা গেছে। এর মধ্যে একটি অত্যন্ত পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য মদীনার আনসারের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) আসেন, মক্কায় প্রবেশ করেন এবং হাজরে আসওয়াদের দিকে যান আর সেটিকে 'ইস্তিলাম' করেন, অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করেন। অতঃপর বায়তু ল্লাহ্ তওয়াফ করেন। এরপর তিনি সাফা পাহাড়ে চড়েন, যেখান থেকে তিনি বায়তুল্লাহ্ দেখছিলেন এবং দুই হাত তুলে যতটুকু আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন, সে অনুযায়ী সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র যিকর করতে থাকেন এবং তাঁর কাছে দোয়া করতে থাকেন। আনসার তাঁর (সা.) নীচে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি (সা.) দোয়া করেন আর আল্লাহ্র গুণকীর্তন করেন এবং ততটা দোয়া করেন যতটা আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, হাদীস-১৮৭২)

মহানবী (সা.)-এর ব্যস্ততা এবং মক্কাবাসীদের সাথে সদাচরণের অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে আনসার নিজেদের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন। তারা একে অপরকে বলতে থাকেন, তাঁর (সা.) ওপর নিজ মাতৃভূমির ভালোবাসা এবং নিজ গোত্রের ভালোবাসা প্রবল হয়ে গেছে আর সম্ভবত এখন তিনি (সা.) এখানেই নিজ এলাকায় নিজের প্রিয় আত্মীয়স্বজনদের মাঝে থেকে যাবেন। আর মহানবী (সা.)-এর বিচ্ছেদের কথা ভাবতেই তারা বেদনার্ত হয়ে পড়েন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আনসারের যখন এই ছিল অবস্থা, তখন মহানবী (সা.)-এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়। আর যখন ওহী হতো, তখন তা আমাদের কাছে গোপন থাকত না। যখন ওহী হতো তখন আমাদের মাঝে কেউই মহানবী (সা.)-এর দিকে চোখ তুলে তাকাতো না, যতক্ষণ না ওহী শেষ হয়। আর যখন ওহী শেষ হয়, তখন আল্লাহ্র রসূল (সা.) বলেন, হে আনসারের দল! তারা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা উপস্থিত। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি একথা ভাবছো যে, এই ব্যক্তির ওপর মাতৃভূমির ভালোবাসা প্রবল হয়ে গেছে? তারা বলেন, হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই। তিনি বলেন, যদি এমনটিই হয়, তাহলে আমার নাম কী হবে? আমি হলাম মুহাম্মদ, আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আমি আল্লাহ্র খাতিরে তোমাদের কাছে হিজরত করেছিলাম, এখন তোমাদের সাথেই আমার জীবন-মরণ। এতে তারা আবেগের আতিশয্যে কাঁদতে কাঁদতে তঁার (সা.) দিকে এগিয়ে যান এবং বলেন, আল্লাহ্ র শপথ! আমরা যা কিছু বলেছি, তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রবল ভালোবাসা এবং

মহান আল্লাহর বাণী

এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। (আল-বাকারা: ২০৮)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

তাঁর সাথে বিচ্ছেদের ভয়ে বলেছি। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল তোমাদের এই কথার সত্যায়ন করছেন এবং তোমাদের অজুহাত গ্রহণ করছেন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, বাব-ফতেহ মক্কা, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৮৫-১৮৯)

এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন: যখন মহানবী (সা.) কা'বা ঘর যিয়ারতের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদতে মগ্ন ছিলেন এবং নিজ জাতির সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করছিলেন, তখন আনসারের হৃদয় ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হচ্ছিল এবং তারা একে অপরকে ইশারায় বলছিল, হয়ত আজ আমরা আল্লাহ্‌র রসূলকে নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন করছি। কারণ আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁর (সা.) হাতে তাঁর শহর জয় করে দিয়েছেন এবং তাঁর গোত্র তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করেছে। তখন আল্লাহ্‌ তা'লা মুহাম্মদ রসূলু ল্লাহ্‌ (সা.)-কে ওহীর মাধ্যমে আনসারের এসব আশঙ্কার সংবাদ প্রদান করেন। তিনি (সা.) মাথা উঠিয়ে আনসারের দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আনসার! তোমরা মনে করছো, মুহাম্মদ রসূলু ল্লাহ্‌ (সা.)-কে নিজ শহরের ভালোবাসা কষ্ট দেবে এবং নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা তার হৃদয়ে আবেগ জাগাবে? আনসার সদস্যরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটা সত্য, আমাদের অন্তরে এমন খেয়াল এসেছিল। তিনি বলেন, তোমরা জানো, আমার নাম কী? এর অর্থ হলো, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূ ল বলে পরিচিত। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব, আমি তোমাদেরকে- যারা কিনা ইসলামের দুর্বলতার যুগে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে- তাদের ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাব?

অতঃপর বলেন, হে আনসার! এমনটা কখনও হতে পারে না। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আমি আল্লাহ্‌র জন্য নিজের মাতৃভূমি ছেড়েছিলাম এবং এরপর এখন আমি নিজের দেশে ফিরে আসতে পারি না। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সাথে এবং আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত। মদীনার লোকেরা তাঁর (সা.) এসব কথা শুনে এবং তাঁর ভালোবাসা ও নিষ্ঠা দেখে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসে এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূ লের প্রতি কুধারণা করেছি। মূল বিষয় হলো, আমাদের হৃদয় এই ভাবনা সহ্য করতে পারে না যে, আল্লাহ্‌র রসূল আমাদেরকে ও আমাদের শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে নির্দোষ মনে করেন এবং তোমাদের আন্তরিকতার সত্যায়ন করছেন। যখন মুহাম্মদ রসূলু ল্লাহ্‌ (সা.) এবং মদীনার লোকদের মধ্যে এই ভালোবাসা ও প্রেমের কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন মক্কার লোকেদের চোখে অশ্রু না ঝরে থাকলেও তাদের হৃদয় নিশ্চয় অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল। কারণ সেই মূল্যবান হীরা, যার চেয়ে বেশি মূল্যবান কোনো জিনিস এই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নি- আল্লাহ্‌ তা'লা তা তাদেরকে দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা সেটিকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে ফেলে দেয়। আর এখন তিনি যখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর সাহায্যে পুনরায় মক্কায় এসেছেন, তিনি নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে নিজের ইচ্ছা ও খুশিতে মক্কা ছেড়ে মদীনায় ফিরে যাচ্ছেন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৪৮-৩৪৯)

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে; আবু সুফিয়ান দেখে যে, মহানবী (সা.) হেঁটে যাচ্ছেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পেছনে পেছনে চলছে। সে মনে মনে বলে, হায়, আমি যদি পুনরায় তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারতাম এবং তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করতে পারতাম! তিনি (সা.) আসেন, তার বুকে হাত রাখেন এবং বলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা'লা তোমাকে পুনরায় অপমানিত করবেন। অর্থাৎ, তুমি যা ভাবছো (তা হবে না), যুদ্ধ করলে তুমি পুনরায় লাঞ্ছিত হতে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করছি এবং আমি যা কিছু বলেছি, আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য ক্ষমা চাই। এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে, আপনি আল্লাহ্‌রসত্য নবী। তিনি বলেন, আমি তো এই কথা মনে মনে ভাবছিলাম, আমি তো কাউকেই বলিনি; অথচ আপনি সেই কথা আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন! (আল লউলুল মাকনুন ফি সীরাতিন নবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৩) (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৪৬)

কা'বা গৃহের ছাদ থেকে যোহরের আযান দেওয়া হয়। যখন যোহরের নামাযের সময় হয় তখন তিনি (সা.) হযরতবিলালকে (রা.) আদেশ দিলে তিনি কা'বা গৃহের ছাদে চড়ে আযান দেন। (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৪)

বর্ণিত আছে, তিনি (সা.) সেদিন সব নামায এক ওযুতে আদায় করেছিলেন।

তাঁর (সা.) রীতি ছিল, সাধারণত প্রত্যেক নামাযের পূর্বে নতুন করে ওযু করে নিতেন। কিন্তু আজকে যখন সাহাবীরা তাঁকে একই ওযুতে নামায পড়তে দেখেন তখন হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আজ সেটা করেছেন যা আপনি সচরাচর করতেন না। রসূলু ল্লাহ্‌ (সা.) বলেন, উমর! আমি জেনেবুঝেই এটি করেছি। আলেমগণ এটা থেকে ফলাফল গ্রহণ করেছেন, তিনি (সা.) প্রয়োজনের সময় এমন করার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

(আল লউলুল মাকনুন ফি সীরাতিন নবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৪-৬৫)

এই সময় তিনি (সা.) সাধারণভাবে বয়আত গ্রহণ করেন। যার বিস্তারিত বিবরণে লেখা রয়েছে, হযরত আসওয়াদ বিন খালফ বর্ণনা করেন, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.)-কে মানুষজনের বয়আত গস্থহণ করতে দেখেন। তিনি (সা.) 'কারনে মাসফালা'র কাছে বসে পড়েন যেটি মক্কার নীচু এলাকার একটি পাথর। তিনি ইসলামের নামে লোকদের বয়আত গ্রহণ করেন। ছোটো-বড়ো, নারী-পুরুষ তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়।

তিনি তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, আল্লাহ্‌ ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর দাস এবং রসূল- এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বয়আত গ্রহণ করেন।

ইবনে জারীর তাবারীতে লেখেন, লোকেরা মক্কায় তাঁর (সা.) হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য একত্রিত হয়। তিনি (সা.) সাফা পর্বতে বসেন, হযরত উমর (রা.) নীচে ছিলেন। তিনি (সা.) এই কথার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে বয়আত গ্রহণ করছিলেন যে, সাধ্যমতো তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের কথা মান্য করবে এবং আনুগত্য করবে। পুরুষদের বয়আত গ্রহণ সম্পন্ন করে তিনি (সা.) নারীদের বয়আত গ্রহণ করেন। নারীদের মাঝে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দও ছিল; সে ঘোমটা দিয়ে রেখেছিল। তার ভয় ছিল, মহানবী (সা.) হয়ত তাকে হযরত হামযা (রা.)-র সাথে কৃত আচরণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। সে আশঙ্কা করছিল, এই কারণে তাকে আটক করা হতে পারে। যখন সেসব নারী মহানবী (সা.)-এরসমীপে উপস্থিত হলো তখন তিনি (সা.) এই বিষয়ের ওপর বয়আত গ্রহণ করলেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, তোমরা চুরি করবে না। হিন্দ বলে ওঠে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনও কখনও আবু সুফিয়ানের অর্থ থেকে কিছু নিয়ে নেই। আমি জানি না, এটি আমার জন্য হালাল নাকি হারাম (বৈধ নাকি অবৈধ)। আবু সুফিয়ান সেখানে উপস্থিত ছিল এবং শুনছিল। সে বলে, তুমি ইতিপূর্বে যেসব অর্থ নিয়েছো সেগুলো তোমার জন্য হালাল। আল্লাহ্‌ তা'লা তোমাকে ক্ষমা করুন। রসূলু ল্লাহ্‌ (সা.) হিন্দকে চিনতে পেরে বলেন, তুমি কি হিন্দ বিনতে উতবা? সে উত্তর দেয়, জি হ্যাঁ; কিন্তু পূর্বে যা হয়েছে সেটি ক্ষমা করে দিন। অর্থাৎ, ইসলাম এবং আপনার পবিত্র সত্তার বিরুদ্ধে যা কিছু আমি করেছি- সেটি ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি (সা.) অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, তোমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না। হিন্দ বলে ওঠে, স্বাধীন নারীও কি ব্যভিচার করে? অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা নিজ সন্তানদের হত্যা করবে না। হিন্দ বলে, আমরা শৈশবে তাদের লালন-পালন করেছি, কিন্তু বড়ো হওয়ার পর আপনি বদর প্রান্তরে তাদের হত্যা করেছেন। আপনিই তা ভালো জানেন, নতুবা তারা জানে। এটি শুনে রসূলু ল্লাহ্‌ (সা.) ও হযরত উমর (রা.) হেসে ওঠেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা নিজেদের রচিত মিথ্যাচার দিয়ে (কারো প্রতি) অপবাদ আরোপ করবে না। হিন্দ বলে, অপবাদ আরোপ করা নোংরা কাজ, আর কিছু পাপ এর চেয়েও নোংরা। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা ন্যায়সংগত বিষয়ে আমার অবাধ্যতা করবে না।

(আল লউলুল মাকনুন ফি সীরাতিন নবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৮-৭৯) (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৪৭-২৪৮, ২৯৫)

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হিন্দ বিনতে উতবা বুঝতে পেরেছিল সে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত, তাই সে তার স্বামী আবু সুফিয়ানকে বলে, আমি

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From- Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়আত গ্রহণ করতে চাই। আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে বলে, আজ পর্যন্ত তুমি তো বিরোধিতাই করে আসছো, হঠাৎ করেই এত বড়ো পরিবর্তন কীভাবে হলো? সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমানদেরকে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে ইবাদত করতে দেখেছি, আর রাতভর মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গীরা কা'বা ঘরে কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ রুকুর অবস্থায় আবার কেউ সিজদাবনত অবস্থায় ইবাদতে মগ্ন ছিল। এভাবে ইবাদত করতে আমি আজ পর্যন্ত অন্য কাউকে দেখি নি। তখন আবু সুফিয়ান তাকে বলে, নিজ জাতির কারো সাথে যেও। এরপর যেহেতু তাকে নিজ জাতির কারো সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট যেতে বলা হয়েছে, সে হযরত উমর (রা.)-র কাছে যায় এবং তাঁকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয় আর নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে। ইসলাম গ্রহণের পর সে তার বাড়িতে যায় এবং যে মূর্তিগুলো তার বাড়িতে রাখা ছিল সেগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আর এই কথা বলতে থাকে, তোদের জন্য আমরা ধোঁকায় পড়ে ছিলাম।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৭) (ফতেহ মক্কা, পৃ: ৩১১)

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসে এবং বলে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার যিনি তাঁর এই ধর্মকে বিজয়ী করেছেন, যেটিকে তিনি নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার দয়ার কিছু অংশ আমিও কি পেতে পারি? আমি সেই মহিলা যে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর সত্যায়ন করছি। তিনি (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাকে স্বাগত জানাই।

হিন্দ বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই ধরাপৃষ্ঠে তাঁবুতে বসবাসকারী কারো সম্পর্কেই আমি এটি কামনা করতাম না যে, তার তঁাবু বা বাসস্থান আপনার চেয়ে বেশি লাঞ্ছিত হোক, কিন্তু এখন এই ধরাপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকলের চেয়ে আপনার সম্মান আমার নিকট বেশি প্রিয়।

হযরত হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবী (সা.)-এর প্রতি নিজের ভালোবাসা ও নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ এভাবে করেছেন যে, তিনি দুটি ছাগলছানা ভুনা করে নিজ দাসীর হাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। সেই দাসী রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আসে এবং নিবেদন করে, আমার গৃহকর্ত্রী এই ভুনা মাংস আপনার সমীপে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন ও ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, আজকাল আমাদের ছাগলছানার সংখ্যা কম, তাই আমি শুধুমাত্র দুটি ছানা ভুনা করে পাঠিয়েছি। মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ছাগল ও ছাগলছানাগুলোতে বরকত দান করুন। পরবর্তী তে সেই দাসী একথা বলত, আমি খোদা তা'লার নামে শপথ করে বলছি, পরবতীতে এত বেশি সংখ্যক ছাগল ও ছাগলছানা দেখেছি যা ইতিপূর্বে আমি দেখি নি। হযরত হিন্দ বলতেন, এটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণেই হয়েছে।

(সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫৫) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের বয়আতের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন:এ সেই মহিলা যে হযরত হামযার লাশ বিকৃত করিয়েছিল। তিনি (সা.) তাকে তার অন্যায় কর্মকাণ্ড ও মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়াটা সমীচীন মনে করেছিলেন। সে সময় পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যখন মহিলারা বয়আত করার জন্য আসে তখন হিন্দও চাদর মুড়ি দিয়ে তাদের সাথে এসে যায় এবং সে বয়আত করে নেয়। যখন সে এই বাক্যে পৌঁছায় যে, আমরা শিরক করবো না- যেহেতু সে একজন তেজস্বী মহিলা ছিল, তাই তখন বলে ওঠে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি এখনও শিরক করব? আপনি একা ছিলেন আর আমরা পুরো শক্তি দিয়ে আপনার বিরোধিতা করেছি। আমাদের উপাস্যরা যদি সত্যই হতো তাহলে আপনি কীভাবে সফল হলেন? তারা অর্থাৎ আমাদের উপাস্যরা সম্পূর্ণ অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে এবং আমরা পরাজিত হয়েছি। মহানবী (সা.) তার কথা শুনে বলেন, তুমি কি হিন্দা? হুযূর (সা.) তার কণ্ঠস্বর চিনতেন, যেহেতু সে তাঁর (সা.) আত্মীয়া ছিল। তখন হিন্দা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এখন আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি, এখন আপনি আমাকে হত্যা করতে পারেন না। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) হেসে ফেলেন এবং বলেন, হ্যাঁ! এখন তোমাকে আটক করা সম্ভব নয়। মোটকথা, সেই জাতি যারা মনে করত, তিনি (সা.) সকল উপাস্যকে ভেঙে-গুঁড়িয়ে দিয়ে এক উপাস্যতে পরিণত করেছেন, তাদের মধ্যে এমন আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি হয় যে, হিন্দার মতো মহিলাও বলে ওঠে, একথা বলার কারো সাধ্য আছে- খোদা এক নন?"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ১৪-১৫)

বয়আতের সেই দিনগুলোরই একটি ঘটনা। এক ব্যক্তি বয়আত করার জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে যায় এবং তাঁর প্রতাপ ও প্রভাবে ভীত হয়ে সে কাঁপতে থাকে। তিনি (সা.) তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, ভয় পেয়ো না। আর বিনয় ও নম্রতার সাথে বলেন, আমি কোনো বাদশাহ্ নই। আমি তো সেই নারীর সন্তান, যিনি মক্কায় শুকনো মাংস খেতেন।

(আল লউলুল মাকনুন ফি সীরাতিন নবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮৩

যে-সব অপরাধীকে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছিল- তাদের সম্পর্কে লেখা আছে; বিস্তারিত ভাবে বলছি, যদিও এ ব্যাপারে কতিপয় ব্যক্তির সংশয় রয়েছে এবং ঘটনাগুলোও এমনটিই সাব্যস্ত করে। কেননা যেসব কারণের ভিত্তিতে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়, সেগুলো স্পষ্টভাবে মহানবী (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি ও তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। যাহোক, প্রথমে আমি এই বিষয়টি বর্ণনা করে দিচ্ছি- তারা কারা ছিল আর কিছু স্থানে কীইতিহাস বর্ণিত হয়েছে; আর সেগুলোর খণ্ডনও পরবতীতে আমি উল্লেখ করব। ইবনে ইসহাক বলেছেন, ঐসব ব্যক্তি যাদের গুরুতর অপরাধের জন্য তিনি (সা.) বলেছেন, যেখানেই তাদের দেখা পাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করবে- তারা ছিলেন আটজন পুরুষ ও ছয়জন নারী। এটি ফাতহুল বারীতে লেখা আছে। সীরাতুল হালাবিয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তারা ছিল মোট এগারোজন। ওয়াকদী লিখেছেন, এরা ছিল মোট দশজন, যাদের মধ্যে ছয়জন পুরুষ এবং চারজন নারী।

(ফতহুল বারি, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৪) (কিতাবুল মাগাযি ওয়াকিদি, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৮)

বুখারীর শরাহ্ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) ফাতহুল বারীতে এ চৌদ্দজনের নামও লিখিত রয়েছে যাদের মধ্যে আব্দুল উযযা বিন খাতাল, আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্, ইকরামা বিন আবি জাহল, মিকয়াস বিন সুবাবা, হাব্বার বিন আসওয়াদ প্রমুখ নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।(ফাতহুল বারি, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৩)

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন চারজন পুরুষ এবং দুইজন নারী ব্যতীত সবাইকে নিরাপত্তা দান করেন। তিনি (সা.) বলেন, তারা যদি কা'বার পর্দা ধরেও ঝুলে থাকে তবুও তাদের হত্যা করো। (সুনান নিসাঈ, কিতাবুল মাহারিব [তাহরীমুদদম], হাদীস-৪০৭২)

একটি বর্ণনায় এসেছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন এ চারজন ব্যক্তি ছাড়া সবাইকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন ; এই চার ব্যক্তি ছাড়া, অর্থাৎ আব্দুল উযযা বিন খাতাল, মিকয়াস বিন খুবাবা (সুবাবা), আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ এবং উম্মে সারাহ্ ছিল।

(আল বাদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৬২)

একজন জীবনীকার লিখেছেন, যেসব ব্যক্তিকে হত্যার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই মহানবী (সা.) ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং অল্প কয়েকজন নিহত হয়েছিল, যাদেরকে মহানবী (সা.)-এর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পূর্বেই হত্যা করা হয়েছিল। (ফতেহ মক্কা, পৃ: ২৬১-২৬২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়ে নিজের যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তা হলো: কেবল এগারোজন পুরুষ এবং চারজন নারী এরূপ ছিল যাদের বিরুদ্ধে গুরুতর নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির অপরাধ প্রমাণিত ছিল। তারা যুদ্ধাপরাধী ছিল এবং তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ ছিল, তাদেরকে যেন হত্যা করা হয়। কেননা তারা শুধু কুফর বা লড়াইয়ের অপরাধে অপরাধী ছিল না, বরং তারা গুরুতর যুদ্ধাপরাধী ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই তিনি (সা.) মুসলমানদের সুপারিশে ছেড়ে দিয়েছিলেন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৪৪-৩৪৯)

বস্তুত তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, "হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) মক্কাবাসী এবং অন্যান্য লোকদের বিরুদ্ধে পূর্ণ বিজয় লাভের পর এবং তাদেরকে স্বীয় তরবারির নীচে পেয়েও তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad**

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum**

এবং শুধুমাত্র এমন কতিপয় লোককে শাস্তি দেন যাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে চূড়ান্ত আদেশ জারি হয়েছিল; [অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন]। আর সেই কয়েকজন চিরঅভিশপ্ত ব্যক্তি ছাড়া বাকি সব শত্রুর অপরাধ ক্ষমা করে দেন।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৩য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৬-২৮৭,-এর টিকা নম্বর-১১)

যে-সব ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল, ইতিহাসে তাদেরকে হত্যার কারণসমূহও বর্ণনা করা হয়েছে। যাহোক, আমি তা বর্ণনা করে দিচ্ছি, কিন্তু সেগুলো সন্তোষজনক জবাব নয়। (ইতিহাসে) লেখা আছে, প্রথম ব্যক্তি যাকে হত্যা করা হয় সে হলো আব্দুল উযযা বিন খাতাল। সে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মহানবী (সা.) তার নাম রেখেছিলেন আব্দুল্লাহ্। সে মদীনায় হিজরত করেছিল। তিনি (সা.) তাকে যাকাত আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার সাথে বনু খুযাআ' গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল, যে তার জন্য খাবার রান্না করত এবং তার সেবা করত। তারা দুইজন এক স্থানে তাঁবু স্থাপন করে যেখানে একত্রিত হয়ে লোকেরা যাকাত দিয়ে যেত। ইবনে খাতাল সেই খুযায়ী ব্যক্তিকে খাবার রান্না করার আদেশ দেয় আর নিজে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ে। সে ঘুম থেকে জেগে দেখে, খুযায়ী লোকটি ঘুমিয়ে আছে এবং সে কিছুই রান্না করে নি। ইবনে খাতাল তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করে এবং ইসলাম পরিত্যাগ করে (তথা মুরতাদ হয়ে) মক্কায় পালিয়ে যায়। সে কবিতার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করত। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন। তিনি তা খুলে রাখেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলে, ইবনে খাতাল কা'বা গৃহের পর্দা ধরে ঝুলে আছে। তিনি (সা.) বললেন, তাকে হত্যা করো।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো মিকইয়াস বিন সুবাবা। সে একজন আনসারী সাহাবীকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। উক্ত আনসারী সাহাবী একটি যুদ্ধে মিকইয়াসের ভাইকে শত্রু মনে করে হত্যা করে ফেলেছিল। মিকইয়াস নিহত ভাইয়ের রক্তপণও নেয় এবং আনসারী সাহাবীকে শহীদ করে দেয়। পরবতীতে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে মক্কায় ফেরত চলে যায়। হযরত নুমায়লা বিন আব্দু ল্লাহ্ মক্কা বিজয়ের দিন তাকে হত্যা করেন।

আরেকজন হলো হুয়াইরাস বিন নুকায়েয। মহানবী (সা.) তার মৃত্যুদণ্ড কার্য কর করার ফরমান জারি করেছিলেন বলে লেখা আছে। কথিত আছে, সে মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত। হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেন। একজন জীবনীকার লেখেন, হুয়াইরাস বিন নুকায়েযকে হত্যা করার কারণ এটাই পাওয়া যায় যে, সে মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত। বাস্তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কারণ অন্য কিছু। কারণ মহানবী (সা.) নিজ সত্তার জন্য কোনো প্রতিশোধ নিতেন না।

এর পরেরজন হলো হুয়াইরিস বিন তালাতিল খুযায়ী। সে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করত। তাকেও হযরত আলী (রা.) হত্যা করেছিলেন।

এরপর ইবনে খাতাল-এর ক্রীতদাসী কারিনা। তাকে আরনাব নামেও ডাকা হতো। সে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কবিতা লিখে কুৎসা রটনা করত; তাকেও হত্যা করা হয়।

(সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২৩-২২৫) (আমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৯) (ফতেহ মক্কা, পৃ: ২৬৪-২৬৫) (আল লউলুল মাকনুন ফি সীরাতিন নবী, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৫৭)

মোটকথা, যাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তাদের সংখ্যা চৌদ্দ বা পনেরোজন। কিন্তু গবেষণা করলে এ সংখ্যা সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না। কেননা যে-সব অপরাধের কারণে তাদেরকে হত্যা করার কথা উল্লেখ হয়েছে, সেসব আরোপিত অপরাধই বলে দেয়, ইতিহাসবিদদের ভুল হয়েছে। অধিকাংশের অপরাধ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল অথবা তারা মহানবী (সা.)-কে দু ঃখকষ্ট দিত অথবা তাঁর নামে কুৎসা রটনা করে বেড়াত। এসব আরোপিত অপরাধ বলে দিচ্ছে, এসব পরবতী যুগের চিন্তাধারা, যখন কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের বিপরীতে গিয়ে এমন চিন্তাধারা সৃষ্টি হয়েছে যে, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং রসূল অবমাননার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এগুলো পরবতী সময়ের চিন্তাধারা; মহানবী (সা.)-এর যুগে তো এসব হয় নি। যেক্ষেত্রে কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেওয়া, দুঃখ দেওয়া বা তাঁর নামে কুৎসা রটনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়, সেক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়- মক্কা বিজয়ের দিন যাদেরকে মৃ ত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে- তাদের অপরাধ নিশ্চয় ভিন্ন কিছু ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেমনটি লিখেছেন, তারা যুদ্ধাপরাধী ছিল অথবা গুপ্ত ঘাতকও হতে পারে; এসব অপরাধ তাদের ছিল। কিন্তু তারা কুৎসা রটনাকারী অথবা অবমাননাকারী ছিল (বলে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে)- একথা সঠিক নয়।

মক্কা বিজয়ের সময় হত্যা করার এসব রেওয়ায়েতের সমালোচনা করে উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত জীবনীকার আল্লামা শিবলী নোমানী লেখেন, জীবনীকারগণ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যদিও মক্কাবাসীদের নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন, তথাপি দশজন ব্যক্তি সম্পর্কে এ নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন- তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই যেন হত্যা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ এদের মাঝে কয়েকজন আব্দুল্লাহ্ বিন খাতাল, মিকইয়াস বিন সুবাবা ছিল খুনের অপরাধী এবং কিসাস বা প্রতিশোধস্বরূপ তাদের হত্যা করা হয়। [এ দুইজন ঘাতক ছিল,তাই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে; যদি বিষয়টি মেনেও নেওয়া হয়- তবে।] কিন্তু এমন আরো কয়েকজন ছিল যাদের অপরাধ শুধু এটুকুই ছিল যে, তারা মক্কায় মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত অথবা তাঁকে (সা.) অবমাননা করে ব্যঙ্গাকাব্য পাঠ করত। [মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত অথবা অবমাননাকর ব্যঙ্গাকাব্য পাঠ করত।] কথিত আছে, এদের মাঝে একজন মহিলাকে এ অপরাধে হত্যা করা হয়েছে যে, সে মহানবী (সা.)-এর জন্য অবমাননাকর ব্যঙ্গাকাব্য পাঠ করত। কিন্তু তিনি লিখেছেন, হাদীস বর্ণনাকারীদের যাচাইয়ের মান অনুযায়ী এ বর্ণনা সঠিক নয়। কারণ এ অপরাধে তো সব মক্কাবাসীই অপরাধী ছিল। এ কথাই যদি মেনে নেওয়া হয় যে, কষ্ট দিত ও অবমাননাকর ব্যঙ্গাকাব্য পাঠ করত, তাহলে তো সব মক্কাবাসীই এই একই কাজ করত; সেক্ষেত্রে তো সবাইকেই হত্যা করা উচিত ছিল। কুরাইশের মাঝ থেকে দু-এক জন ব্যতিরেকে আর কে ছিল, যে মহানবী (সা.)-কে অবর্ণনীয় কষ্ট দেয় নি? এতদসত্ত্বেও এসব লোককেই এ সুসংবাদ শোনানো হয়েছিল- اَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ অর্থাৎ তোমরা স্বাধীন। যাদেরকে হত্যা করার বর্ণনা পাওয়া যায়, তারা তুলনামূলকভাবে নিম্নস্তরের অপরাধী ছিল।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-র এ রেওয়ায়েত সিহাহ সিত্তাহতে সংরক্ষিত রয়েছে যে,মহানবী (সা.) কারো প্রতি কোনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। যে ইহুদী মহিলা খায়বারে মহানবী (সা.)-কে বিষ দিয়েছে, তার সম্পর্কে লোকেরা জিজ্ঞেসও করেছে- 'তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হবে কি?' নির্দেশনা আসে- 'না'। খায়বারের ন্যায় অবিশ্বাসীদের স্থানেও একজন ইহুদী মহিলা যদি বিষ দিয়েও বিশ্ববাসীর জন্য রহমত তথা মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে প্রাণে বেঁচে যেতে পারে, তবে হারাম শরীফে তার চেয়ে নিম্নস্ত রের অপরাধী মহানবী (সা.)-এর বদান্যতা থেকে কীভাবে বঞ্চিত থাকতে পারে? যদি দিরায়াত (তথা বর্ণনার যৌক্তিকতা) নিয়ে কেউ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না-ও হয়, তথাপি রেওয়ায়েত অনুসারেও কিন্তু এ ঘটনা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য বলে পরিগণিত হয় না। [যদি বিবেকবুদ্ধি দিয়ে চিন্তা না-ও করা হয়, তবুও রেওয়ায়েতও ভুল।] কেননা সহীহ বুখারীতে কেবলমাত্র ইবনে খাতালকে হত্যা করার উল্লেখ রয়েছে আর এটি সাধারণভাবে স্বীকৃত, তাকে কিসাস বা প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করা হয়েছিল। মিকইয়াসের হত্যাও শরীয়তগতভাবে কিসাস বা প্রতিশোধস্বরূপ ছিল। অন্য যাদের সম্পর্কে হত্যার নির্দেশের কারণ সম্পর্কিত বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তারা কোনো এক সময় মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত- সে সমস্ত রেওয়ায়েত শুধুমাত্র ইবনে ইসহাক পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায় ; অর্থাৎ হাদীসের নীতি অনুযায়ী সেসব রেওয়ায়েত মুনকাতা' তথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য রেওয়ায়েত যেটি উপস্থাপন করা যায় সেটি হচ্ছে আবু দাউদের রেওয়ায়েত, যার মাঝে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন বলেন, চার ব্যক্তিকে কখনও নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না। আবু দাউদ এ হাদীস সংকলন করে লিখেছেন, এ রেওয়ায়েতের সনদ যেরূপ প্রয়োজন ছিল- তা আমি পাই নি। আবু দাউদের এ-সকল রেওয়ায়েত সম্পর্কে অন্যান্য গ্রন্থসমূহেও লেখা হয়েছে, সেগুলো দুর্বল। নিঃসন্দেহে কতিপয় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, যারা ইসলামের বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিল, তারা মহানবী (সা.)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু এটি শুধুমাত্র ইবনে ইসহাকের ধারণা যে, তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার দরুন তারা পলায়ন করেছিল।

(সীরাতুন নবী, প্রণেতা-শিবলী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫০-৩৫১)

মোটকথা, মক্কা বিজয়ের সময় শুধুমাত্র কতিপয় ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আর এরা তারাই ছিল, যাদের সম্পর্কে হাকাম ও আদল (ন্যায় মীমাংসাকারী ও বিচারক) হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "শুধুমাত্র সেই কয়েকজন লোককে শাস্তি প্রদান করা

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family
Jaynagar, Bankura, WB

হয়েছিল যাদের শাস্তি প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিশ্চিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল; অর্থাৎ তারা ছিল কেবল তিন-চারজন; আর এদের ন্যায় চির-অভিশপ্ত ব্যতিরেকে প্রত্যেক শত্রুর অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৩য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৭)

অতএব এটাই প্রকৃত সত্য। এজন্য যদি একথা বলা হয় যে, এতজন ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণ ছিল ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা বা রসূল অবমাননা করা- এগুলো সবই ভুল কথা। অবশিষ্টাংশ পরবর্তীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্বের পরিস্থিতি তো আপনাদের জানাই আছে। সর্বদা দোয়া করতে থাকুন; এর আগেও আমি বহুবার এটি বলেছি এবং প্রায়ই স্মরণ করিয়ে থাকি। জরুরি পরিস্থিতির জন্য যে বিষয়টি আমি বার বার স্মরণ করিয়েছি, পূর্বেও কয়েকবার বলেছি; জরুরি পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য যাদের পক্ষে সম্ভব, তাদের উচিত বাড়িতে কয়েক মাসের খাদ্যসামগ্রী মজুদ রাখা। এখন তো কিছু দেশের সরকারও তাদের নাগরিকদের বলছে, কমপক্ষে তিন মাসের খাবার ঘরে রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীর প্রতি দয়া করুন এবং আমাদেরকে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন।

আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াবো।

তাদের মাঝে প্রথমজন হলেন আমাতুন নাসীম নিগহাত সাহেবা- যিনি রাজা আব্দুল মালেক সাহেবের স্ত্রী। তিনি কিছুদিন পূর্বে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'***। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)-র পৌত্রি ছিলেন। হযরত নওয়াব আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবার (রা.) দৌহিত্রি ছিলেন। কর্নেল মির্যা দাউদ আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। আমেরিকাতেও এক দীর্ঘ সময় বসবাস করেন। সেখানেও তিনি প্রায় দশ বছর লাজনার সেক্রেটারি মাল এবং সেক্রেটারি যিয়াফত হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার মেয়ে আমিনা বলেন, তিনি নিয়মিত সদকা প্রদান করতেন, নীরবে প্রদান করতেন এবং কিছুদিন পর পর নিয়মিতভাবে তিনি গরিবদের মাঝে সদকা বণ্টন করতেন। আর্থিকভাবেও সাহায্য প্রদান করতেন। গরিবদের বাড়ি নির্মাণ করে দিতেন।তিনি বলেন, একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, নিজের চুড়ি খুলে আপন খালাকে দিয়ে দিচ্ছেন। এরপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণের চুড়ি খুলে তাকে দিয়ে দেন। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। অভাবীদেরকে প্রচুর সাহায্য করতেন। গভীর সহানুভূতি ছিল তার মাঝে। তিনি বলেন, হাস্যরসিক ছিলেন বিধায় মানুষ (গভীরভাবে) চিনত না; কিন্তু আমি তাকে দেখেছি, তিনি রাতে এত আহাজারি করে দোয়া করতেন যে, মেঝেও কেঁপে উঠত। আর অতিথিপরায়ণতা ছিল তার বিশেষ গুণ। তিনি বলেন, আমরা যিকরে এলাহী করার নিয়ম মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। সর্বদা দরূদ শরীফ পড়তেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নযমের পঙ্ক্তি পড়তে থাকতেন। আমরা এতবার শুনেছি যে, আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে।তার মেয়ে আয়েশা লেখেন, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করতেন।তার ভাতিজা লেখেন, তিনি অত্যন্ত নীরবে দান করতেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তাকে কখনও কখনও কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করার কথা বলতেন। আল্লাহ্ তা'লা একবার জানিয়ে দেন, অমুকের সন্তানের বিয়ে, তাকে সাহায্য করো। আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তিকে এক লাখ রুপি পাঠিয়ে দেন।আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযায় যার স্মৃতিচারণ তিনি হলেন মুকাররম আলহাজ্জ ইয়াকূব আহমদ বিন আবু বকর সাহেব। ইনি আহমদীয়া সিনিয়র স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারিও ছিলেন; তিনি ঘানা জামা'তের ন্যাশনাল সেক্রেটারি তবলীগ ছিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে একটি দুর্ঘটনায় ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'।*** তিনি মূসী ছিলেন। সেখানকার মানকাসাম নামক শহরে যাওয়ার পথে একটি ট্রলারের সাথে তার গাড়ির সংঘর্ষ হয় এবং সেখানে তিনি মাথায় আঘাত পান। এ কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'।*** । তার উত্তরসূরিদের মাঝে দুই স্ত্রী, চার সন্তান, মা, এক বোন এবং এক ভাই রয়েছেন।

মহান আল্লাহর বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল-বাকারা: ২০৯)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর সল্টপন্ড-এ অবস্থিত আহমদীয়া মিশনারি ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে পাশ করার পর তিনি জামা'তের সেবায় বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত হন। পরে জামা'তের পক্ষ থেকে তাকে ইউনিভার্সিটি অব ঘানায় ভর্তি করানো হয়, যেখানে তিনি বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। সেখানে ডিগ্রি লাভ করার পর সরকারি চাকরির প্রস্তাব পান, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা তিনি একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন এবং সর্বদা ওয়াকফের মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করেছেন। যদিও পরে তিনি সরকারি স্কুলে নিযুক্ত হন; সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত হলেও সেই স্কুলটি জামা'তেরই ছিল; শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করার পর তিনি সেখানে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। সালাগা এবং কুমাসির আহমদী স্কুলসমূহে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখানকার সাধারণ মানুষ, ব্যবস্থাপনা পরিষদ, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরাও তাকে সর্বদা স্মরণ করেন। যেভাবে আমি বলেছি, তিনি ন্যাশনাল সেক্রেটারি তবলীগ এবং মজলিস আনসারুল্লাহ্র কায়েদ তরবিয়ত হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শিক্ষা অধিদপ্তরের অনেক গুরুত্ব পূর্ণ কমিটির সদস্য হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি ঘানার 'চাস' (CHASS: Conference of Heads of Assisted Secondary School)-এর কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং 'নাস্ট' (KNUST: Kwame Nkrumah University of Science and Technology)-এর কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এছাড়া 'ডিটিইসি' (DTEC: Ghana Tertiary Education Commission)-এর বোর্ড সদস্য ছিলেন। 'ডাব্লিউএইসি' (WAEC: West African Examination Council)-এর বোর্ড সদস্য ছিলেন। 'এসিপি' (ACP: African Confederation of Principals)-এর জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান প্রিন্সিপাল অ্যাসোসিয়েশন তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে আর লেখে, তিনি নীতিবান মানুষ ছিলেন এবং তার নেতৃত্ব অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল। তিনি সর্বদা বলতেন, আমার সফলতার মূল কেন্দ্র ছিল ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততা এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পর্ক। তিনি ছিলেন একজন স্নেহপরায়ণ স্বামী এবং পিতা। পরিবারের জন্য ঈমান, নিয়মশৃঙ্খলা ও ভালোবাসার প্রতীক ছিলেন। রমযানে পবিত্র কুরআন একাধিকবার পড়ে শেষ করতেন। ইবাদতের প্রতি সর্বদা পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তার স্বভাবে একদিকে যেমন নেতৃত্ব দানের পরম যোগ্যতা ছিল, তদ্রুপ বিনয়ও ছিল এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করতেন। তার বড়ো ভাই প্রথমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং তারপর তার পরিবারে আহমদীয়াত আসে। তার ভাই আবু বকর সাঈদ লেখেন, তার পিতা তাকে সল্টপন্ড মিশনারি ট্রেনিং কলেজে পাঠান , যেখানে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং লোকাল মিশনারি হিসেবে নিযুক্ত হন। ধীরে ধীরে উন্নতি করে তিনি জামা'তী এবং সরকারি উভয় স্তরে নিজ কর্ম ক্ষেত্রে সম্মানজনক স্থান অর্জন করেছিলেন।

ঘানায় অবস্থানকালে আমার সাথে তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একটি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। গুরুত্বপূর্ণ যে কাজই হতো, এমন সব কাজ যেখানে বিশ্বাস ও আস্থার প্রয়োজন হতো- সেগুলো আমি তাকে দিয়েই করাতাম। অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। খলীফা হবার পরে তো তার সাথে আমার এমন এক সম্পর্ক হয়েছিল যা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার চরম মাত্রায় গিয়ে ঠেকেছিল। জামা'ত এবং খিলাফতের প্রতি গভীর আত্মাভিমান প্রদর্শনকারী ছিলেন।

তার মা বলেন, সে আমার সবচেয়ে বাধ্য সন্তান ছিল। শৈশবকাল থেকেই সে আমার দেখাশোনা করত। সে নিজে হজ্জ করার নিয়্যত করে, কিন্তু এর পূর্বে সে আমাকে বলে, আপনি হজ্জ করুন; আর মাকে প্রথমে হজ্জ করান, তারপর নিজে হজ্জ করেন। তিনি বলেন, কখনও আমাকে একা ছেড়ে দেয় নি, সর্বদা আমাকে সঙ্গে রেখেছে। তার সহধর্মিণী বলেন, তিনি একজন প্রেমময় ও দায়িত্ববান স্বামী ছিলেন। সন্তানদের জন্য একজন স্নেহশীল পিতা ছিলেন এবং সবসময় উপদেশ দিতেন- জামা'তের জন্য কুরবানী করা উচিত।তার পুত্র লেখেন, তিনি সর্বদা আমাদের ঈমান ও আহমদীয়াতকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি (আমাদেরকে) ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকার গুরুত্ব শিখিয়েছেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি আরো লেখেন, তার ঈমান আমাদের পুরো বংশের জন্য আলোকবর্তিকা। তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযের জন্য আমাদেরকে জাগাতেন এবং রমযানে বিশেষভাবে এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তিনি বলেন, তার হৃদয় বিনয়ে পরিপূর্ণ ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্মান করতেন , তা তারা তার অধীনস্থই হোক না কেন। অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল মানুষ ছিলেন। তার ভাই সাঈদ বিন আবু বকর

শেষাংশ শেষের পাতায়....

ওয়াকফে নও ছেলেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২৭ এপ্রিল, ২০২৫ হুযুর আনোয়ার (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের ওয়াকেফীনে নও ইজতেমায় প্রদত্ত ভাষণ

আজ আল্লাহর কৃপায় আপনারা জাতীয় ন্যাশনাল ওয়াকফে নও ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করছেন, আর আমি দোয়া করি ও আশাবাদী, এখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ আপনাদের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হবে। আলহামদুলিল্লাহ, শুধু মাত্র ইউকেতেই ওয়াকেফীনদের সংখ্যা হাজার হাজারে উপনীত হয়েছে। একই সাথে, এত বড় সংখ্যায় ওয়াকেফে নও থাকাটা কেবল তখনই উপকারী সাব্যস্ত হবে যখন সমস্ত ওয়াকেফীন প্রকৃত অর্থে তাদের দায়দায়িত্ব পালন ও জামা'তের চাহিদা পূর্ণ করবে। প্রতি বছর কয়েকজন ওয়াকেফে নও ছেলে জামেয়াতে ভর্তি হয়ে মিশনারি হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

একইভাবে কয়েকজন সেসব পেশাতেও যোগ্যতা অর্জন করেন যেগুলো জামা'তের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, জামা'তের স্কুল ও হাসপাতালগুলোর জন্য শিক্ষক ও ডাক্তারের প্রয়োজন। যাহোক, এ শ্রেণির ওয়াকেফীনদের অধিকাংশই এমন সব যুবক যারা তাদের জাগতিক শিক্ষা সম্পন্ন করে এখন চাকরি করছে অথবা ব্যক্তিগত ব্যবসা করছে। এরকম ওয়াকেফীনদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, তারা জামা'তের কী উপকার সাধন করছে? তারা যদি প্রকৃত অর্থেই নিজেদের ওয়াক্‌ফ তথা জীবন-উৎসগীকরণ সার্থক করতে চায়, তবে তাদেরকে কৃত অঙ্গীকারের প্রকৃত মর্ম ও দাবি অনুধাবন করতে হবে।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, আপনাদের অঙ্গীকারের কারণে জামা'তের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী সম্ভব সব উপায়ে জামা'তের সেবা করা আপনাদের জন্য আবশ্যক। আপনি জাগতিক কোন পেশাতে কর্মরত থাকলেও, জামা'তের চাহিদা পূরণ ও নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনকল্পে পর্যাপ্ত সময় ও শ্রম প্রদান করা আপনার দায়িত্ব। কাজেই যে-সকল ওয়াকেফীন জাগতিক কোন পেশায় বা কর্মক্ষেত্রে আছেন তাদের মূল লক্ষ্য যেন কেবল মাত্র অর্থ উপার্জন বা পেশাগত উন্নতিসাধন না হয়, বরং নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানোন্নয়নকে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ এবং এর দাবিসমূহ নিয়ে সবিস্তরে লিখেছেন। এক স্থলে তিনি (আ.) লিখেছেন, "আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দেওয়া ও তাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছানো আমার কর্তব্য বলে মনে করি, আর প্রত্যেকেই এটিকে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার বিষয়ে স্বাধীন-কেউ যদি পরিত্রাণ এবং পবিত্র ও চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতে চায়, তবে আল্লাহর পথে তার নিজ জীবন উৎসর্গ করা উচিত।"

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, "প্রত্যেককে এমন এক অবস্থান ও পদমর্যাদায় উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাকুলচিত্তে সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, যেখানে পৌঁছালে কেউ বলতে পারবে আমার জীবন, আমার মরণ, আমার কুরবানি এবং আমার ইবাদত সবকিছু কেবল মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এবং ইবরাহীম (আ.)-এর মত তার আত্মা যেন ঘোষণা দিয়ে বলে, 'আমি জগৎসমূহের প্রতিপালক-প্রভুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছি' (সূরা বাকারা, আয়াত ১৩২)।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন, " যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সত্তায় বিলীন না হবে এবং তাঁর পথে নিজের জীবনকে উৎসর্গ না করবে, সে নবজীবন লাভ করতে পারবে না। কাজেই তোমরা যারাই নিজেদেরকে আমার সাথে সম্পৃক্ত করেছ, সবার এই বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত যে আমি আল্লাহর পথে নিজের জীবন উৎসর্গিত রাখাকে আমার জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য বলে গণ্য করি।"

এরপর তিনি (আ.) বলেছেন, "অনুরূপভাবে, প্রত্যেকের গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করে যাচাই করা উচিত যে আমার এই কাজ (তথা আল্লাহর জন্য জীবন উৎসগীকরণ) তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে কি না আর আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার ও তাঁর প্রতি নিবেদিত থাকার বিষয়টিকে প্রিয় জ্ঞান করে কি না।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সুগভীর লেখা সকল আহমদীর জন্য প্রযোজ্য, তবে বিশেষভাবে ওয়াকফে নও স্কিমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুবাদে আপনাদের জন্য অধিক প্রযোজ্য। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এই কথাগুলো প্রত্যেক সেই ব্যক্তির হৃদয়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেওয়া উচিত যারা নিজেদের জীবন আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছেন, কারণ এই লেখার মাধ্যমে একথা স্পষ্ট, আল্লাহর পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করা সহজ কথা নয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, প্রত্যেক ওয়াকফে যিন্দেগীর উচিত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মত নিজেদের জীবন উৎসর্গের অঙ্গীকার পূর্ণ করার চেষ্টা করা, যিনি আল্লাহ তা'লার প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকার বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং নিজ কর্ম দ্বারা তাঁর এই দাবিকে সত্যও করে দেখিয়েছেন। কাজেই আপনারা নিজ অঙ্গীকারের দাবিগুলো পূর্ণ করছেন কি না এ বিষয়ে আপনাদের আন্তরিকভাবে সর্বদা সজাগ ও ব্যাকুল থাকতে হবে। কেবল মাত্র একচ্ছত্রভাবে আল্লাহর অনুগত হলেই তাঁর ইবাদতের প্রকৃত মর্ম বাস্তবায়ন করা হবে। এমনটি হলেই কেবল তাড়াহুড়ো করে নামায আদায় করার পরিবর্তে আপনি পূর্ণ মনোযোগ, বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে নামায আদায় করবেন।

একইভাবে আপনি প্রত্যহ কুরআন পাঠ করবেন এবং এর আদেশ-নিষেধ মান্য করে চলবেন। জামা'তের বই-পুস্তক, বিশেষভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বইগুলো পাঠ করে আপনি আপনার ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির বিষয়ে সচেষ্ট হবেন।

কেবল মাত্র তখনই আপনি আপনার ওয়াকফের হক আদায়কারী সাব্যস্ত হবেন। কেবল মাত্র তখনই আপনার ওয়াক্‌ফ আত্মসংশোধনের একটি মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে। কেবল মাত্র তখনই আপনি ইসলামের শিক্ষা সফলভাবে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হবেন। আপনি যদি ইসলামের নিষ্ঠাবান সেবক হয়ে থাকেন, তবে নিশ্চিতভাবে ইসলামের বাণী ও শিক্ষা পৃথিবীর সকল মানুষ ও জাতির কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত আপনি শান্তি পাবেন না। আল্লাহ তা'লার কৃপায় পৃথিবীব্যাপী ওয়াকেফীনে নওদের মোট সংখ্যা, ছেলে মেয়ে উভয় মিলে এক লক্ষের (১০০,০০০) কাছাকাছি পৌঁছে গেছে আর নিঃসন্দেহে সকলে মিলে যদি নিজেদের লক্ষ অর্জনে এক হয়ে কাজ করে এবং নিজ অঙ্গীকার পূরণ করার ক্ষেত্রে ঐকান্তিক চেষ্টা করে ইসলামের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য আর নিজেদের সকল অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে ধর্ম সেবায় রত হয়, তবে ইনশাআল্লাহ আমরা পুরো বিশ্বে এক অভূতপূর্ব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হতে দেখব। তবে এখনও আমরা এই লক্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছি। বরং বিশ্বব্যাপী মানবতা আজ জাগতিক লোভ-লালসার ভারী শেকলে শেকলাবদ্ধ আর পার্থিব জগতের বিভ্রান্তিকর চাকচিক্যের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অনৈতিকতা, দুরাচার এবং দুর্নীতিতে এই আধুনিক সমাজ ছেয়ে গেছে। এর পাশাপাশি বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ও হিংসা, ঘৃণা ও শত্রুতার এক ভয়ানক আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে নিরীহ মানুষ এমন সব যুদ্ধ-সংঘাতে প্রাণ হারাচ্ছে যেগুলো সংঘটিত হবারই কোন ন্যায়সংগত কারণ নেই আর যেগুলো সংঘটিত হচ্ছে কেবল মাত্র ধনী ও ক্ষমতাবান মানুষদের স্বার্থান্বেষী ও বিদ্বেষপরায়ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। আমি ওয়াকেফাতে নওদেরকে গতকালও বলেছি, আপনি কখনও নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও উদ্দেশ্যকে খাটো করে দেখবেন না। ওয়াকফে নও হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব হল, পৃথিবীতে এক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব সাধন করা আর আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আপনারা অবশ্যই এমনটি করতে সক্ষম হবেন, তবে এটি কেবল মাত্র তখনই সম্ভব যখন আপনারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার অঙ্গীকারকে বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ করবেন। এ ঐশী জামা'তের আপনি সার্বক্ষণিক কর্মচারী হন না না-ই হন, এটিই আপনাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। একইভাবে, ওয়াকফে নও হিসেবে আপনি যে পেশাতেই থাকুন অথবা আপনি যে কাজই করুন, জামা'তের সেবায় আপনার নিয়মিত ও পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করা উচিত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) পুরো জামা'তকে সম্বোধন করে কথাগুলো বলে থাকলেও ওয়াকফে নও হিসেবে আপনাদের উচিত এ কথাগুলোকে অন্যদের চাইতে অনেক বেশি হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া এবং এগুলো পালনের ক্ষেত্রে অক্লান্ত চেষ্টা-পরিশ্রম করা। প্রকৃত ঈমান এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য কাকে বলে এ বিষয়ে বলতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আল্লাহ তা'লা কোন্ ভাষায় পবিত্র কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশংসা করেছেন তার উল্লেখ করে বলেন, "আর ইবরাহীমেরও, যে বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছিল" (সূরা আন নাজম, আয়াত ৩৮)। কুরআনের এ ঘোষণা এ কথার সাক্ষ্য বহন করে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

করেছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'লার আদেশ পালন করেছিলেন এবং আল্লাহর খাতিরে সুবিশাল ধৈর্য ও নিঃশর্ত বিশ্বস্ততার সাথে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা ও দুঃখ-দুর্দশার শিরোধার্য করেছিলেন।

এজন্য আল্লাহ তা'লা তাকে 'পরম বিশ্বস্ত' নামে ভূষিত করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই আনুগত্যের ঘটনাটি নিছক বর্ণনা করা ও প্রশংসা করার জন্য নয়। বরং আপনাদের সবার জন্য এটি একটি অনুপ্রেরণার কারণ হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে আপনাদের উচিত এসব ঘটনাকে আপনাদের আত্মিক মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা, যার মাধ্যমে ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গকারীরা নিজেদের আনুগত্যের মান ও অটল ঈমানের মান যাচাই করতে পারবেন। কেবল মাত্র এই মার্গের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততায় পৌঁছানোর চেষ্টা করলেই আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার রক্ষাকারী বলে গণ্য হবেন। নতুবা আপনারা মহান আল্লাহ তা'লার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন, তা হবে অর্থহীন।

অধিকন্তু, প্রত্যেক ওয়াকফে নওকে একথাও বুঝতে হবে, নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে না পারা কোন ছোট বা সামান্য বিষয় নয়। বরং আল্লাহ তা'লা বলেছেন, যারা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারবে না আল্লাহ তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন। আপনাদের অনেকেই এখন বিবাহিত এবং যখন আপনারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন বা আমার কাছে চিঠি লিখেন, তখন বেশ আনন্দের সাথেই জানান, আপনি, আপনার স্ত্রী ও আপনার সন্তান সবাই ওয়াকফে নও স্কিমের অন্তর্ভুক্ত।

খুবই ভাল কথা তবে মনে রাখবেন, আপনার এবং আপনার পরিবারের ওয়াক্‌ফ কেবল তখনই ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হবে যখন আপনারা আপনাদের ওয়াকফের দাবিসমূহ বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সাথে পূর্ণ করার চেষ্টা করবেন। আমি পূর্বেও বলেছি, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'লার এতটা ভালবাসা অর্জন করেছিলেন যে আল্লাহ স্বয়ং তার ঈমানের বিষয় সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন: "আর ইবরাহীমেরও, যে বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছিল" (সূরা আন নাজম, আয়াত ৩৮)। একজন ওয়াকফে নও হিসেবে আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ওয়াকফের কোন্ মার্গে আমার উপনীত হওয়া প্রয়োজন? সেই মান বা মার্গ নির্ণয় করা হবে কীভাবে?

এ বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ এই পার্থিব জগৎ এবং এর ভোগবিলাস থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন না হবে আর আল্লাহ তা'লার খাতিরে কঠিন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং বিরোধিতা শিরোধার্য না করবে, ততক্ষণ ঈমানের উৎকর্ষ অর্জিত হতে পারে না"।

এস্থলে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লার প্রতি সত্যিকার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা কখনই বাহ্যিক বুলিসর্বস্ব হতে পারে না। বরং এর জন্য নিজের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দিতে হবে। এটি এক প্রকার মৃত্যু কামনা করে, যেটিতে একজন মানুষ তার অহমিকা এবং ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া এমন এক পর্যায় পর্যন্ত দমন করে ফেলে যার ফলে সেগুলোর আর কোন অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকে না। এ মানের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার দাবী হল, একজন মানুষের প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাস আল্লাহ তা'লার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার বাসনায় পরিচালিত হবে। এর দাবি হল, একজন মানুষ সবরকম জাগতিক চাকচিক্য ও কামনা-বাসনা পরিহার করে চলবে।

এর দাবি হল, মানুষ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে প্রত্যেক ধরনের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ও দুঃখ-দুর্দশা আল্লাহর খাতিরে শিরোধার্য করবে এবং এর দাবি হল, মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ধরনের কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করবে। কেউ যখন এই পর্যায়ে উপনীত হতে পারবে, কেবল তখনই সে আল্লাহ তা'লার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গের অঙ্গীকার পূর্ণকারী বলে গণ্য হবে। আমি এখনই বলেছি, আপনাদের কয়েকজন আমাকে গর্বের সাথে বলেন আপনি নিজে, আপনার স্ত্রী ও আপনার সন্তান-সন্ততি সবাই ওয়াকফে নও স্কিমের অন্তর্ভুক্ত। তবে স্মরণ রাখবেন, এতে আপনাদের দায়দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। আপনাদের শুধু মাত্র নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করলেই চলবে না, বরং আপনাদের সন্তানদের জন্য আদর্শ স্থাপনকারীও হতে হবে যেন ওয়াকফের প্রকৃত স্পৃহা ও প্রেরণা তাদের মাঝেও সৃষ্টি হয়। এমনটি না হলে বা আপনারা নিজেরা নিজেদের ওয়াকফের অঙ্গীকার পূরণ না করেও যদি আপনাদের সন্তানদের ওয়াকফের অঙ্গীকার পূরণ করার নির্দেশ দান করেন, তাহলে তারা আপনাদের কথা ও কাজের মাঝে খুব দ্রুতই কপটতা ধরে ফেলবে। আপনাদের অঙ্গীকার পূরণের আরেকটি মৌলিক দিক হল, সব রকমের অংশিবাদিতা বা শিরক পরিহার করা।

এ বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) শিখিয়ে গেছেন, শিরক বলতে কেবল মাত্র কোন গাছ বা পাথরকে পূজা করার মত কোন প্রকাশ্য কাজকে বোঝায় না। পৌত্তলিকতা কেবল মাত্র সেই সব ধর্মের অনুসারীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, যারা সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির পূজা করে আর এটি কোন কোন নির্দিষ্ট মানুষকে অতিভক্তির কারণে পূজনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবার ভেতরেও সীমাবদ্ধ নয়। বাস্তবতা হল, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, প্রত্যেক সেই বিষয় যা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা তাঁর বিপক্ষে অগ্রগণ্য হয়ে পড়ে, সেটিই একটি প্রতিমা। একইভাবে, একজন ব্যক্তি পৌত্তলিক বলে তখন পরিগণ্য হবে যখন সে তার ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা বা জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে আল্লাহ তা'লার ওপর প্রাধান্য দান করে ফেলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনার কাজের কারণে যদি নামায বাদ দিতে হয় অথবা কাজের জন্য আপনি দেরি করে নামায আদায় করেন, অথবা কোন পার্থিব কর্ম যদি আপনাকে কুরআন তেলাওয়াত করতে না দেয়, তাহলে এর অর্থ হল আপনার কাজকর্ম আপনার কাছে প্রতিমাতুল্য হয়ে পড়েছে এবং আপনার জাগতিক কর্মব্যস্ততা আল্লাহর প্রতি আপনার আত্মনিবেদন করার চাইতে বেশি অগ্রগণ্য হয়ে পড়েছে।

সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, অনেকেই নিজের অজান্তেই নিজ হৃদয়ে প্রতিমা লালন করে থাকে, আর এ বিষয়টি প্রত্যেক মু'মিন বান্দার জন্য নিদারুণ ভীতির কারণ হওয়া উচিত আর কোন জাগতিক কাজকর্মকে আল্লাহর ইবাদত করার পথে আর ধর্মীয় জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের পথে প্রতিবন্ধক হতে দিবে এমনটি এক মু'মিন বান্দার, বিশেষ করে একজন ওয়াকফে যিন্দেগীর কখনই শোভা পায় না। কাজেই প্রত্যেক ওয়াকফে যিন্দেগীর আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আপনাদের জাগতিক চাহিদা যেন আল্লাহ তা'লার চেয়ে বেশি অগ্রগণ্য হয়ে প্রতিমাতুল্য হয়ে না পড়ে, এটা আপনাদের নিশ্চিত করা উচিত।

নিশ্চিতভাবে এটি ধ্বংস ও আল্লাহ তা'লার ভালবাসা ও কৃপা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার পথ। স্মরণ রাখবেন, একজন ওয়াকফে নওকে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য জন্য পূর্ণাঙ্গীনভাবে জামা'তের একজন কর্মচারী হিসেবে কাজ করা আবশ্যক নয়। বরং আপনার চিন্তাচেতনা বা কর্ম দ্বারা আপনার ওয়াকফের মান নির্ণয় হবে। আপনাদের সকল কাজ আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত। ইসলামের শিক্ষাকে সমুন্নত রাখাটা সকল বিষয়ের চাইতে অগ্রগণ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। আপনারা যদি এমন মান অর্জন করতে পারেন, আপনারা দেখতে পারবেন কীভাবে আধ্যাত্মিক সফলতা ও সমৃদ্ধির দুয়ার আপনাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়।

এখানে আমি পুনরায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে চাই। তাকে কি কোন কারণ ছাড়াই 'বিশ্বস্ত' ও 'আল্লাহর আদেশ পালনকারী' উপাধি দেওয়া হয়েছিল? অবশ্যই না! বরং তিনি এই উন্নত মার্গ অর্জন করতে পেরেছিলেন কেননা তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। কাজেই যখন তিনি ভাবলেন আল্লাহ তা'লা চাচ্ছেন তিনি যেন তার প্রিয় পুত্রকে জবাই করেন, তিনি একটুও পিছপা হয়ে তার বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি। বরং কোন রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই তিনি নিজ পুত্রের গলায় ছুরি চালানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। সে মুহূর্তে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, আল্লাহর পথে তাঁর জীবন উৎসর্গের বিষয়টি নিঃশর্ত ছিল। তাঁর আল্লাহ তা'লার প্রকৃত দাস হওয়ার দাবি কেবল মাত্র মৌখিক ছিল না।

এ বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ তা'লা বান্দার ঈমানের ব্যবহারিক প্রতিফলন দেখতে চান। কর্ম ও ক্রিয়ার মাধ্যমে বান্দা তাঁর (আল্লাহর) পুরস্কার লাভ করে। তবে তা আল্লাহর পথে সংগ্রাম-প্রচেষ্টা ও দুঃখ-দুর্দশা শিরোধার্য করা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। কিন্তু ত্যাগ স্বীকার করার কারণে যে কষ্ট সহ্য করতে হয় তা কিন্তু কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

এ বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, যে কোন মানুষ যদি আল্লাহ

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

তা'লার খাতিরে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ স্বয়ং তাকে কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে সুরক্ষা করেন।

তদনুযায়ী, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন নিজ পুত্রকে জবাই করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, আল্লাহ তখন বাঁধা দেন আর অকল্পনীয় মর্মপীড়া ও যাতনা থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। একইভাবে যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিরোধীরা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল, আল্লাহ এমন উপকরণ সৃষ্টি করে দেন যার ফলে আগুন নির্বাপিত হয় আর তিনি রক্ষা পান। কাজেই এটাই আল্লাহ তা'লার অনিন্দ্যসুন্দর কৃপার আচরণ যেটি আল্লাহ তা'লা তাদের সাথে দেখিয়ে থাকেন যারা তাদের অঙ্গীকার রক্ষায় আন্তরিক। তিনি দেখেন সত্যিকার অর্থে কে তার জন্য কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত! অতঃপর আল্লাহ এমন মানুষদের নিজের নিরাপত্তার বলয়ে আশ্রয় দেন। এজন্যে প্রত্যেক ওয়কেফে-নও-এর উচিত আল্লাহ তা'লার প্রিয়ভাজন হওয়ার চেষ্টা করা।

আমি এখনই বলেছি, আপনি জামা'তের বাইরের জগতে কাজ করুন অথবা সার্বক্ষণিক জামা'তের অভ্যন্তরেই সেবা করুন, সেটা ধর্তব্য নয়। মূল কথা হল, আপনাদের প্রত্যেককে ধর্মের জন্য সর্বদা সব রকম ত্যাগ স্বীকারে সদা-প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহর খাতিরে আপনাদের চলার পথে সব রকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নতুবা নিছক ওয়াকফে নও হওয়ার দাবি করা এক প্রকার প্রতারণা। পূর্বেও আমি বহুবার উল্লেখ করেছি, কেবল মাত্র ওয়াকফে নও উপাধি থাকাটা অর্থহীন আর এতে আপনি কোন বিশেষ মর্যাদার অধিকারীও হবেন না। পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট হওয়া উচিত, আপনি যদি আল্লাহকে অন্য সবার চাইতে বেশি ভয় না করেন তবে আপনার ওয়াকফে নও হওয়াতে কোন লাভ নেই। আপনার ইবাদতের মান যদি অন্যদের থেকে উৎকৃষ্টতর না হয়, তবে আপনার ওয়াকফে নও হওয়াতে কোন লাভ নেই।

আপনি যদি পবিত্র কুরআন প্রতিদিন পাঠ না করেন আর এর অর্থ শেখার চেষ্টা না করেন, তবে আপনার ওয়াকফে নও হওয়াতে কোন লাভ নেই। আপনার নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যদি সর্বোচ্চ পর্যায়ের না হয়, তবে আপনার ওয়াকফে নও হওয়াতে কোন লাভ নেই। যদি আপনার কথাবার্তা, চালচলন, ব্যবহার, কাজকর্ম ও ব্যস্ততা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী পরিচালিত না হয়, তবে আপনার ওয়াকফে নও হওয়াতে কোন লাভ নেই।

আপনি যদি ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি অথবা জাগতিক পড়াশোনায় উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা না করে নিজের মনমস্তিস্ককে অনৈতিক, অশ্লীল ও সহিংস বিষয়াদি দেখাতে ব্যস্ত রাখেন, তবে আপনার ওয়াকফে নও হওয়াতে কোন লাভ নেই।

আপনি আপনার সময় যদি নিয়মিত জামা'তের জন্য কুরবানি না করেন, তবে আপনার ওয়াকফে নও হওয়াতে কোন লাভ নেই। আপনি যদি আপনার নিকট আত্মীয়দের সাথে ভালবাসার আচরণ না দেখান আর যদি আপনার সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব ও সাক্ষাৎকারীদের সাথে দয়ার আচরণ না করেন, তবে আপনার ওয়াকফে নও হওয়াতে কোন লাভ নেই।

আপনি যদি মানুষের সাথে মেলামেশার মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন না করেন, তবে আপনার ওয়াকফে নও হওয়াতে কোন লাভ নেই আর আপনি যদি হঠকারী হন ও বিনয় অবলম্বন না করেন, তবে আপনার ওয়াকফে নও হওয়াতে কোন লাভ নেই। কাজেই সর্বদা স্মরণ রাখবেন, একজন ওয়াকফে নও হিসেবে আপনাকে অন্যদের জন্য আদর্শস্থানীয় হতে হবে। এর পাশাপাশি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টাতেও আপনাকে অবিচল থাকতে হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, একটি বা দুটি ভাল কাজ করার পর কেউ কেউ মনে করে, আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করার জন্য সে যথেষ্ট করেছে। কিন্তু, তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের জন্য প্রয়োজন অবিচলতা ও তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন, যেমনটি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সাহাবীগণ (রা.) দেখিয়ে গিয়েছেন।

কাজেই তাঁদের দৃষ্টান্তসমূহই আমাদের নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে হবে আর এ কারণেই আমি বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে আমার খুতবাগুলোতে এত বিস্তারিতভাবে তাঁদের (রা.) গুণাবলি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা উল্লেখ করেছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের করার জন্য যেমন অনেকগুলো দুয়ার রয়েছে, একইভাবে জাহান্নামে প্রবেশের জন্যও অনেকগুলো দুয়ার বিদ্যমান। এজন্যে তিনি এ ভয়ে ভীত ছিলেন, তাঁর অনুসারীরা জাহান্নামে প্রবেশের একটি দরজা বন্ধ করে বাকিগুলো যেন আবার উন্মুক্ত না রাখে। কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে আমাদেরকে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে সচেষ্ট হতে হবে। আপনি যদি এ জামা'তের সদস্য হয়ে থাকেন, তবে তাঁর সন্তুষ্টি পেতে হলে আপনাকে জামা'তের ব্যবস্থাপনা মেনে চলতে হবে আর আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে।

যেমনটি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "একজন আহমদী যে আনুগত্য প্রদর্শন করে না, সে জামা'তের দুর্নামের কারণ হয়।" কাজেই এই ইজতেমা ত্যাগ করার সময়, আপনারা যদি আপনাদের দায়দায়িত্ব আরও সুচারুরূপে পালন করার অঙ্গীকার করে বাড়িতে পৌঁছানোর পূর্বেই আমার সব কথা ভুলে যান, তবে আপনাদের ওয়াকফে নও হওয়াতে কোনই লাভ নেই- এ জামা'তেরও এতে কোন উপকার হবে না, আর আপনাদের ব্যক্তিস্বার্থেও এর কোন লাভ হবে না। সর্বোপরি, আল্লাহ তা'লার এরকম তথাকথিত জীবন উৎসর্গকারীদের কোন প্রয়োজন নেই। আপনাদের অধিকাংশই পরিপক্কতার বয়সে উপনীত হয়েছেন, তাই প্রতিদিন আপনাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।

আপনাদের যাচাই করে দেখা উচিত, কোন্ মাত্রা পর্যন্ত আপনারা আপনাদের ওয়াকফের দাবিসমূহ পূর্ণ করেছেন আর আপনাদের আধ্যাতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে কি না। যাচাই করে দেখবেন, আপনাদের নৈতিক মান ও ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আপনারা চেষ্টা করেছেন কি না। কেবল মাত্র তখনই এটা বলা যাবে, আপনারা কেবল নাম-সর্বস্ব ওয়াকফে নও নন, বরং কাজে ও প্রকৃত অর্থে ওয়াকফে নও। কেবল মাত্র তখনই আপনারা ওয়াকফে নও-এর সেই মার্গে উপনীত হতে পারবেন, যেটি আপনার কাছ থেকে জামা'তের ও আল্লাহর প্রয়োজন আর যার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এই স্কিমের সূচনা করেছিলেন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সেই পরম মার্গ অর্জনের সৌভাগ্য দান করুন যেটি একজন প্রকৃত ওয়কেফে-নও-এর থাকা উচিত।

আপনারা প্রত্যেকে বিশ্বব্যাপী এক অভূতপূর্ব ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের সেই চ্যালেঞ্জে যেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন, যেটি আপনাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

আল্লাহ আপনাদের সবাইকে প্রকৃত ওয়াকফে নও-এর মান নিজেদের হৃদয়ে প্রোথিত করার ও আপনাদের সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার সৌভাগ্য দিন, যেটির জন্য আপনারা জীবন উৎসর্গ করেছেন আর যে কারণে আজকে আপনারা এই ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য একত্র হয়েছেন। ওয়াকফে নও হিসেবে আপনারা সকলেই যেন ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে অনন্য সাধারণ ভূমিকা রাখতে পারেন। আমীন।

নুর হাসপাতাল (কাদিয়ান)-এর জন্য একজন সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার চাই

শিক্ষাগত যোগ্যতা / অভিজ্ঞতা

(১) কম্পিউটারে কমপক্ষে **UG/PG** ডিগ্রি থাকতে হবে। (২) আপাতকালীন পরিস্থিতিতে কম্পিউটারের সমস্যা নিজে থেকেই সমাধান করার জন্য **Coding and Syntax+ Semantics** এর জ্ঞান থাকতে হবে। (৩) **Coding and Software Development** এর বিষয়ে অন্তত পক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। (৪) প্রত্যাশীর বয়স ত্রিশের অধিক যেন না হয়। (পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে) (৫) প্রত্যাশীকে শারিরিকভাবে সুস্থ হতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও ভদ্র, রুগী ও সহকর্মীদের প্রতি সদয় হতে হবে।

জরুরী নির্দেশনা:

(১)ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (২) প্রত্যোশী নিজের আবেদন ফর্ম পূর্ণ করে জেলা আমীর/ স্থানীয় আমীর/ সদর জামাত/ সদর জামাত/ মুবাল্লিগ ইনচার্জ-এর সত্যায়ন ও স্বাক্ষরিত মোহর সহ নীচে দেওয়া ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। (৩) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৪) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৫) ইন্টারভিউয়ের সময় আসল সার্টিফিকেটগুলি সঙ্গে রাখা আবশ্যক।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে নিম্নলিখিত নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Nazarat Deewan, Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian, Gurdaspur, Punjab, Pin-143516

Phone: 01872-501130, Mobile: 9682587713, 988232530, 09682627592 [Email-diwan@qadian.in]

অন লাইন সাক্ষাতানুষ্ঠান

১৪ই নভেম্বর ২০২১ সালে নাসেরাতুল আহমদীয়ার সঙ্গে অন-লাইন সাক্ষাতানুষ্ঠানে মেয়েদের প্রশ্নগুলো তুলে ধরা হল।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, নিশ্চয় আমরা কুরআন করীমকে উপদেশের জন্য সহজ করেছি। আমার প্রশ্ন হল, তবে আমাদের ব্যাখ্যা বা তফসীরের প্রয়োজন কেন হল?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সহজ করে দেওয়ার অর্থ এর মধ্যে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলি সহজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। উপদেশ আল্লাহ্ তা'লা দান করছেন, কিছু কিছু বিষয় প্রকাশ্য, যে সব বাহ্যিক আদেশাবলী রয়েছে সেগুলি খুবই সহজ এবং বাস্তবায়িত করারও সহজ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই উপদেশগুলি মানুষের জন্য খুব কঠিন নয়। মানবীয় যে সকল শক্তিবৃত্তি রয়েছে, মানুষের যে বৌদ্ধিক ক্ষমতা রয়েছে, সেই নিরিখে এটা অনুধাবন করা এবং বাস্তবায়িত করা কঠিন নয়। তাই খুব কঠিন কাজ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন, এমন কথা বলা উচিত নয়। তবে যদি কোন কথা বুঝতে অসুবিধে হয় তার জন্য তফসীর রয়েছে। তফসীরকারকগণ অনেক সহজবোধ্য ভাষায় আমাদেরকে সেগুলির অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সেই সঙ্গে একথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যারা পবিত্র হৃদয় কেবল তারাই এগুলো বুঝতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা একথাও বলে দিয়েছেন যে, যারা অত্যাচারী তাদের ক্ষতিই হয়ে থাকে, তারা কিছু বুঝতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার এর মধ্যে এমন সব আদেশ দান করেছেন যেগুলি একজন মানুষের জন্য বাস্তবায়ন যোগ্য এবং তার সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য তা সে অর্জন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল ইবাদত করা। আর আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের যে পন্থা বলে দিয়েছেন তা এমন কঠিন না যে মানুষ করতে পারবে না। কোথায় পঞ্চাশ নামায থেকে আল্লাহ্ তা'লা বলতে শুরু করেছিলেন, পরে সেটিকে ক্রমশ সহজ করতে করতে পাঁচ নামাযে এসে ঠেকেছে। এটা সহজ হয়ে গেল তোমাদের জন্য। আর এই পাঁচ ওয়াক্ত এমন যা মানুষের প্রকৃতিসম্মত এবং দৈনন্দিন সময়ের সঙ্গে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ যখন কিনা মানুষের দোয়ার এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের প্রয়োজন হয় । এটাই হল সহজ করে দেওয়ার অর্থ। অর্থাৎ এর শিক্ষার বাস্তবায়ন কঠিন নয়। কিন্তু মানুষ মনে করে অনেক কঠিন। তবে মোমেন ব্যক্তির জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়, কাফেরদের জন্য অবশ্যই অনেক কঠিন। মোমেনরা এর থেকে উপকৃত হয় আর কাফেরদের এর দ্বারা ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন: দোয়া দ্রুত কবুল হওয়ার জন্য কি কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা কখন আমাদের দোয়া শুনবেন এবং কবুল করবেন, এই সিদ্ধান্ত নেওয়র দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লার নিজের। আল্লাহ্ তা'লা কি আমাদের দাস? মোটেই না। কাজেই, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে থাকা আমাদের কর্তব্য। একথা মাথায় রেখো যে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া অন্য কোন সত্তা নেই যে আমাদের কিছু দিতে পারে। আল্লাহ্ তা'লাই সমস্ত কিছু করার শক্তি রাখেন। তিনি নিজেই বলেন, আমাদের তাঁর কাছে দোয়া করা উচিত আর তিনি আমাদের দোয়া কবুল করবেন। তথাপি সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে, দোয়া প্রার্থনাকারীর এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস থাকা উচিত যে, তিনি আপনাদের দোয়া কবুল করবেন। আপনাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত যে আল্লাহ্ তা'লা যা কিছু বলছেন তা সত্য আর আপনাদের সেই অনুসারে আমল করা উচিত। এর কি অর্থ ? অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার উপর বিশ্বাস স্থাপনের এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের যা কিছু আদেশ করেছেন আমরা যেন সেগুলির সব শিরোধার্য করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরজ। আমরা সেই পাঁচ ওয়াক্তের নামায যেন পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও মনোযোগের সাথে পড়ি। এখন আপনাদের নিজেদের আত্ম-পর্যালোচনা করা উচিত। আপনারা কি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নামায পড়ছেন এবং নামাযের মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করছেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মন্দ বিষয় নিয়ে চিন্তা করো না। আপনারা কি এমন চিন্তা থেকে বিরত থাকছেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আপনারা অসৎ সঙ্গ এবং মন্দ সমাবেশ থেকে বিরত থাকুন। তাই আপনাদের ভেবে দেখা উচিত যে ইন্টারনেটে ও টিভিতে সম্প্রচরিত অশালীন ও নোংরা অনুষ্ঠান দেখা থেকে বিরত থাকছেন কি না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন আমাদের পরিবেশে বসবাসকারীদের সাথে ভাল আচরণ করি, যাদের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকি। আর আমরা যেন কোন প্রকারের অপকর্মে লিপ্ত না হই। তাই সব সময় আত্মপর্যালোচনা করবেন যে আমরা সেই মত আমল করছি কি না। আমাদের সমস্ত কর্ম যখন পুণ্য বয়ে আনবে আর আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর উপর আমল করতে পারব, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তখন তোমরা ইবাদতের মাধ্যমে যে সব দোয়া করবে আমি সেগুলো শুনব। সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদের সংশোধন করতে হবে। তবেই আমাদের দোয়া কবুল হতে পারে।

প্রশ্ন: মেয়েরা কি ইমাম হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: একজন মেয়ে মেয়েদের ইমাম হতে পারে, তবে পুরুষদের ইমাম হতে পারে না। আঁ হযরত (সা.) আমাদের এটাই শিখিয়েছেন। আমরা যদি সত্যিকার মুসলমান হই, তবে কুরআন, সুন্নত এবং আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশাবলী মান্যকারী হই তবে সেই সব কাজই করা উচিত যেগুলির আদেশ আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুল আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষ ইমামতি করবে বা নেতৃত্ব দিবে আর যদি মেয়ে থাকে আর কোন বাধ্যবাধকতা থাকে সেক্ষেত্রে মেয়ে ইমাম হতে পারে যেখানে কেবল মেয়েরাই থাকবে। এই কারণে আমাদের এখানে যখন নামায হয়, কোন অনুষ্ঠান হয় তখন মেয়েরা নামায পড়ায়। আমার মনে আছে , রাবোয়ায় পুরোনো যুগে যখন সাউন্ড সিস্টেম ততটা বিকশিত হয় নি, তখন জলসায় লাজনাদের মার্কিতেও জলসা হত আর জোহর ও আসরের নামায বা-জামাত মেয়েরা মেয়েদেরকে পড়াত। পুরুষদের দিক থেকে তাদের দিকে আওয়াজ পৌঁছত না।

প্রশ্ন: পুরুষদের তিনটি সংগঠন রয়েছে- আতফালুল আহমদীয়া, খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ। মেয়েদের দুটি মাত্র সংগঠন কেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: পুরুষদের তিনটি আর মেয়েদের দুটি সংগঠন রয়েছে। আতফাল, খুদ্দাম ও আনসার। আর মেয়েদের হল নাসেরাত ও লাজনা। নাসেরাত পনেরো বছর পযন্ত এবং এর পর লাজনা। বেশ। মেয়েরা বলে, চল্লিশের উপর আমাদের বয়সই যাবে না, তাহলে সংগঠন কিভাবে তৈরী করবে? তারা বলে, আমরা বুড়ো হই নি। কোন মহিলাকে বল, আপনি বুড়ি হয়ে গিয়েছেন, সে কি তোমার কথা মানবে? তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করে দিবে। এই কারণে মেয়েদের মনস্তাত্বিকতা অনুসারে তাদের সংগঠন গঠন করা হয়েছে। একটা বয়সের পরে গিয়ে সমস্ত মেয়েদের ক্রিয়াকলাপ প্রায় একই রকম হয়ে যায়। আর সেটি হলে সংসারের দায় দায়িত্ব। মেয়েদের মধ্যে অনেকে ডক্টর ও ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করে আবার অন্যান্য কাজও করে। কিন্তু সচরাচর বিয়ের পর সংসারের দায় দায়িত্বই মেয়েদের প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। তাই পঁচিশ বছরের মহিলা হোক বা কুড়ি বছরের হোক বা পঞ্চশ বছরের হোক,তাদের কাজের ধরণ প্রায় একই থেকে যায়। তাই তাদের ক্রিয়াকলাপ অনুসারে তাদেরকে একই বিভাগে রাখা হয়েছে। আর পুরুষদের যেহেতু বিভিন্ন প্রকারের কর্মব্যস্ততা ও ক্রিয়াকলাপ থেকে থাকে, খুদ্দামদের ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন রকমের হয় আবার চল্লিশ উর্দ্ধ পুরুষদের ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে। এছাড়াও আরও একটি বিষয় হল চিন্তাধারা পার্থক্য। মেয়েরা অনেক দ্রুত পরিণত হয় এবং তাদের চিন্তাধারাও পরিণত মহিলাদের চিন্তাধারার সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। পক্ষান্তরে পুরুষদের চিন্তাধারা বার্ধক্যে এসে একেবারে বদলে যায়। এটাও একটা কারণ হতে পারে। এই জন্য তিনটি বিভাগ এজন্য গঠন করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন পর্যায়ের পুরুষদেরকে বেশি করে কাজ করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। আর মেয়েদের থেকে এটাও প্রত্যাশা করা হয় যে, সে পঁচিশ বছরের হোক বা পঞ্চাশ বছরের, সে সমান সক্রিয়ভাবেই কাজ করে যাবে। এই জন্য পার্থক্য রাখা হয় নি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন এই সংগঠন তৈরী করেন, তখন এর পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পুরুষদের মধ্য থেকে যুবকদের একটি শ্রেণীকে পৃথক রাখা এবং তাদের থেকে বেশি পরিমাণে কাজ হাসিল করা। আর পুরুষদের থেকে এমন এমন কাজ নেওয়া হয় যা অনেক কঠিন হয়ে থাকে। সেই সব কাজ আনসারে উপনীত পুরুষরা করতে পারে না। এই কারণেও হয়তো একটা পার্থক্য রাখা হয়েছে। অপরদিকে মেয়েদের কাজ প্রায় একই ধরণের। তাদের বয়স পঁচিশ হোক বা পঞ্চশ সেই কাজ তারা করতে পারে। এগুলোই কারণ হতে পারে। তাছাড়া এটা তোমাদের জন্য ভালই একটা ব্যাপার, তোমাদের বয়স জানা যায় না। অন্যথায় সকলে বয়স জেনে যাবে, কার বয়স চল্লিশ হল তা প্রকাশ পেয়ে যাবে আর সে অস্থির হয়ে বেড়াবে।

প্রশ্ন: বর্তমান যুগের অমুসলিম যুবকরা সোশ্যাল মিডিয়ার দুষ্প্রভাবের কারণে খোদা এবং ধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা যদি তাদেরকে কিছু বোঝাতে যাই তারা আমাদের কথা শোনে না। আমার প্রশ্ন হল, আমরা তাদের মধ্যে কিভাবে বিশ্বাস তৈরী করতে পারব যে, একজন খোদা আছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথম কথা হল, সর্বপ্রথম নিজেদেরই সংশোধন কর। আমাদের নিজেদের কচিকাচারা তাদের

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 21 Aug 2025 Issue No.34

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১ম পাতার পর.....)

জাগাবে, তাকে তো ঠান্ডা লেগে যাবে। বাকি ছয় মাস সে চিন্তা করে, ফুলের মত নাজুক শিশু, নামায পড়তে গেলে গরম লাগবে। এরপর স্ত্রীকে জাগানোর সময় তার মনে হয়, সারা রাত বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘুরেছে, এখন সে ঘুমাক, নামায পরে পড়বে। মোটকথা পদে পদে আবেগ ও মমতা তাকে বাধা দেয়। পরিণাম, না হয় তাদের সংশোধন না নিজের সংশোধন হয়। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কুর্আন করীমে বলেন- قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! কেবল নিজেদেরকেই দোযখের আগুন থেকে রক্ষা নয়, বরং নিজের পরিবার পরিজনকেও আগুন থেকে রক্ষা কর। কেবল নিজেদেরকেই আগুন থেকে রক্ষা করা যথেষ্ট নয়, বরং অন্যদেরকেও রক্ষা করা জরুরী। কেননা অন্যরা রক্ষা না পায় তবে তারা তোমাকেও নিয়ে ডুববে। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, নিয়ম মত নামায পড়ার একাধিক রূপ রয়েছে। সর্বপ্রথম ধাপ যার থেকে নেমে অন্য কোন ধাপ নেই, সেটা হল মানুষের উচিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে নিজের জন্য অনিবার্য করে নেওয়া। যে মুসলমান বিনা ব্যতিক্রমে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, সে ঈমানের সব থেকে ছোট পর্যায়ে অবস্থান করে। নামাযের দ্বিতীয় ধাপ বা পর্যায় হল পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে পড়া। যখন কোন মুসলমান পাঁচ ওয়াক্তের নামায যথাসময়ে পড়ে, তখন সে ঈমানের দ্বিতীয় ধাপে পা রাখে। তৃতীয় ধাপ হল, নামায বা-জামাত পড়া। বা-জামাত নামাযের মাধ্যমে মানুষ ঈমানের তৃতীয় ধাপে পা রাখে। চতুর্থ ধাপ হল নামাযের অর্থ বুঝে নামায পড়া। যে ব্যক্তি অনুবাদ জানে না তার উচিত অনুবাদ শিখে নামায পড়া। আর যে অনুবাদ জানে তার উচিত যত্নসহকারে ধীরে সুস্থে নামায নামায পড়া, যতক্ষণ না তার মনে হয় যে সে সঠিক অর্থে নামায পড়েছে। এরপর রয়েছে নামাযের পঞ্চম ধাপ হল নামাযে আত্মবিলীনতা অর্জন করা এবং ডুবুরী যেভাবে সমুদ্রের গভীরে ডুব দেয়, অনুরূপভাবে সেও নামাযের গভীরে ডুব দেয় দুটি মর্যাদা অর্জন করা পর্যন্ত- হয় সে খোদাকে দেখে কিম্বা এই বিশ্বাস নিয়ে সে নামায পড়ে যে খোদা তাকে দেখছে। শেষোক্ত অবস্থার উপমা এমন এক দৃষ্টিহীন শিশুর, যে মাতৃক্রোড়ের আশ্রয়ে আশ্বস্ত হয় যেন সে নিজের মাকে দেখছে। যদিও সে দৃষ্টিহীনতার কারণে মাকে দেখতে পায় না, কিন্তু আশ্বস্ত থাকে যে তার মা তাকে দেখছে। রসুল করীম (সা.) বলেন- নামায পড়ার সময় বান্দার দুটির মধ্যে একটি মর্যাদা অর্জন করা উচিত- হয় সে খোদাকে দেখবে কিম্বা তার হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকবে যে খোদা তাকে দেখছে। এটি হল ঈমানের পঞ্চম পর্যায়। এই পর্যায়ে মানুষের ফরজ পূর্ণতা পায়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চতায় তার পৌঁছনো উচিত এখনও সেই উচ্চতায় সে পৌঁছায় নি। (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৩৪-১৩৬)

অঙ্গ সংগঠনগুলির বাৎসরিক ইজতেমা(২০২৫)

আগামী ২৪,২৫ ও ২৬ শে অক্টোবর, ২০২৫ সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর অনুমোদন ক্রমে এবছর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত-এর বাৎসরিক ইজতেমা কাদিয়ান দারুল আমান-এর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জামাতের সদস্যদের সেই অনুসারে দোয়ার মাধ্যমে এই সকল ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। (সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত)

যুগ ইমামের বাণী

খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমার উপর আশিসের পর আশিস বর্ষণ করতে থাকব। এমনকি সম্রাটগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ খুঁজবে।" (তাজাল্লিয়াতি ইলাহিয়া, পৃ: ১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)**

((খুতবার শেষাংশ...)

বলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি আমার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং একজন প্রকৃত পিতার মতো তিনি আমায় লালনপালন করেছেন, আমার খেয়াল রেখেছেন, আমার তরবিয়ত করেছেন, নামাযের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং আমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার মতো বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক ও পুণ্যকর্মে অগ্রগামী করুন। (আমীন)

(আল ফজল ইন্টারন্যাশন্যাল, ২০ শে জুন, ২০২৫)

(পূর্বের পৃষ্ঠার শেষাংশ...) **********

প্রভাবে প্রভাবিত না হয়। আমাদের কাজ হল সর্বপ্রথম নিজেদেরকে সংযত করা এবং খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা। এর জন্য খোদার অস্তিত্ব প্রমণের জন্য বিভিন্ন ঘটনাবলী উপস্থাপন করা, নিজেদের ঘটনাবলী শোনানো- এগুলো বড়দেরও কাজ। নিজেদের দোয়া কবুল হওয়ার ঘটনাবলী শোনানো, কোন স্বপ্ন সত্যি হলে সেটা বর্ণনা করে প্রমাণ করা যে খোদার অস্তিত্ব আছে। আর এরা সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়ে আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে কথা বলে বা এমন কথা বলে যা ধর্ম থেকে দূরে তাদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। খোদা তা'লা থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া এই সব কথা বার্তা শয়তানের ষড়যন্ত্র। আদমের সৃষ্টির সময় শয়তান বলেছিল, আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্ট করতে থাকব। প্রত্যেক যুগে শয়তান এই কাজের জন্য ভিন্ন উপায় উপায় অবলম্বন করেছে। এই যুগে শয়তান সোশ্যাল মিডিয়াকেও ব্যবহার করছে। সোশাল মিডিয়া ভাল কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। সোশাল মিডিয়া গঠনমূলক কথাবার্তার প্রচার করে মানুষকে পুণ্যের দিকেও আকৃষ্ট করতে পার। কিন্তু বর্তমানে সোশাল মিডিয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন সব বিষয় প্রচার করা হয় যা নৈতিকতাকে ধ্বংস করে ধর্ম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আপনাদের শিক্ষিতদের সোশাল মিডিয়ায় খোদা তা'লা সম্পর্কে প্রচার করা উচিত। তাদের একথা ব্যাখ্যা করা উচিত যে ধর্ম সম্পর্কে লোকে এক রকম প্রচার করে আর প্রকৃতপক্ষে ধর্ম হল এটা। মেয়েদের নিজেদের একটি টিম তৈরী কর, যারা সোশাল মিডিয়ায় উত্তর লিখবে। যদি তোমাদের বোধগম্যের উর্ধ্বে প্রশ্ন হয় তবে লাজনাদের উচিত অন্য একটি টিম তৈরী করে সেগুলোর উত্তর দেওয়া আর খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং জামাতের অন্যান্য সংগঠনগুলিরও এর উত্তর দেওয়া উচিত। এখানে কমেন্টস এর একটা কলাম থাকে। সেখানে কমেন্টে তোমরা নিজেদের কথা লিখতে পার, যাতে তোমরা তাদেরকে জানাতে পার যে তারা যা কিছু লিখছে তা ভুল। ধর্ম এবং খোদা সম্পর্কে তাদের ধারণার বিপরীতে কথা লিখতে পার। এর ফলে কিছু মানুষ দ্রুত প্রভাবিত হতে পারে। তারা যখন উত্তর পেয়ে যাবে এবং দেখবে যে তোমরা ভুল বলছ না, তখন তারাও চিন্তা করবে। মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। তোমাদের কাছে যখন এই সব প্রশ্নের উত্তর থাকবে, যারা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর সমাধান সূত্র থাকবে,তখন মানুষ সেদিকেও দৃষ্টি দিবে এবং দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাছাড়া শয়তান একথাই বলেছিল আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করব, আজ শয়তান সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। এটাকে প্রতিহত করার একটাই উপায় আর সেটা হল আমরা যারা আহমদী তাদেরকে খোদা তা'লার দিকে আরও বেশি করে বিনত হতে হবে যাতে আমরা সত্যিকার মুসলমান হওয়ার দাবি পূর্ণ করতে পারি আর অন্যদেরকে রক্ষা করার জন্য সোশাল মিডিয়াতেই এর উত্তর দাও। যাতে তাদের ভুল কথাগুলির অপনোদন হয় এবং তারা সঠিক উত্তর পেয়ে যায়।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir